দৃষ্টি

শয়তানের বিষাক্ত তির

শাইখ আব্দুল মালিক আল কাসিম

দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তির

দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তির

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

রুহামা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

লেখকের কথা ০৭
প্রবেশিকা ০৯
অবৈধ স্থানে দৃষ্টিপাত বহু ফিতনার মূল ১৫
দৃষ্টি সংযত করার প্রতি পরস্পরকে উপদেশ দান ২৫
বনি ইসরাইলের জনৈক আবিদের ঘটনা ৩২
দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত ৩৬
গাইরে মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টিপাতের বৈধ ক্ষেত্র ৩৯
আল্লাহভীতির তিনটি স্তর ৪৫
দৃষ্টি সংযত রাখার উপকারিতা ৪৬
তবুও প্ররোচিত হননি ৬০
ঘরে প্রবেশ করার সময় অনুমতি গ্রহণের কারণ ৬৫
জনৈক কসাইয়ের বাসনা এবং তাওবা ৬৬
উবাইদ বিন উমাইরের নিকট এক সুন্দরী মহিলার আগমন ৬৯
কত মন্দ পরিণতি! ৭২
সালাফের ভয় ৭৪
অবৈধ দৃষ্টিপাতই এ মন্দ পরিণতির কারণ ৭৫
ছুটে আসো আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ৮১

লেখকের কথা

الحمد لله الذي خلق السمع والأبصار والأفئدة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি সৃষ্টি করেছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবির ওপর।

আল্লাহ তাআলার অসংখ্য ও অগণিত নিয়ামতের মধ্যে বিশেষ একটি নিয়ামত হলো দৃষ্টিশক্তি। সত্তাগতভাবে এটি একটি নিয়ামত হলেও অনেক সময় এটি মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়, যদি তা হারাম ও অবৈধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান যুগে মানুষ অতিমাত্রায় চোখের খিয়ানতে জড়িত। তাই আমরা প্রিয় পাঠকদের সামনে أين نحن من هؤلاء (সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা) সিরিজের তেরোতম উপহার—سهم إبليس وقوسه (দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তির) পেশ করতে যাচ্ছি। এতে চোখের হিফাজত-সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিভিন্ন হাদিস সন্নিবেশিত হয়েছে। পাশাপাশি সালাফের সংযত দৃষ্টি ও আত্মসংযম বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের কর্ণ ও চক্ষুসহ সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে তাঁর অবাধ্যতা থেকে পবিত্র রাখুন। এগুলোকে ইবাদত করার সহায়ক বানিয়ে দিন এবং মৃত্যু অবধি এগুলোর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

-আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

প্রবেশিকা

আমাদের এ জীবন আল্লাহ তাআলার দেওয়া বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অগণিত নিয়ামতে পূর্ণ। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো দৃষ্টিশক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

'বলুন, তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি আর অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।'[১]

এই নিয়ামতটি এতটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণেই তো যে নিজের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সবর করে, আল্লাহ তাআলা বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ، عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ

'যখন আমি বান্দাকে তার দুটি প্রিয় বস্তুর (দুই চক্ষুর) মাধ্যমে পরীক্ষা করি এবং এর ওপর সে সবর করে, তখন এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করব।'[২]

বান্দা যখন দৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ব্যবহার করবে, তখন এটি হবে সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। অন্যথায় এটি দুনিয়ার জীবনে অনুতাপ ডেকে আনবে এবং আখিরাত-জীবনে শাস্তির কারণ হবে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা সকল মুমিনকে দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

---

১. সুরা আল-মুলক : ২৩

২. সহিহুল বুখারি : ৫৬৫৩

إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

'মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। এতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রতা। নিশ্চয় তারা যা করে, আল্লাহ তা অবহিত আছেন। আর ইমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে।'[৩]

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর মুমিন বান্দাদের প্রতি আদেশ যে, তারা হারাম বিষয় থেকে নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখবে। তারা শুধু সেদিকেই দৃষ্টিপাত করবে, যা তাদের জন্য বৈধ; আর সেসব বিষয় থেকে দৃষ্টি সংযত রাখবে, যা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। সুতরাং যদি ঘটনাক্রমে অনিচ্ছায় হারামের প্রতি দৃষ্টি পড়ে যায়, তবে সাথে সাথে ফিরিয়ে নিতে হবে।'[৪]

আল্লাহ তাআলা বলেন : ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ (এতে তাদের জন্য রয়েছে সর্বাধিক পবিত্রতা।) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'অর্থাৎ (সংযত দৃষ্টি) তাদের হৃদয়কে অধিক পরিশুদ্ধকারী এবং তাদের দ্বীনকে স্বচ্ছকারী। যেমন বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি তার দৃষ্টি সংযত রাখে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তর্দৃষ্টিতে আলো দান করেন এবং হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করেন।'[৫]

আল্লাহ তাআলার বাণী :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ....

'ইমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে।'[৬]

---

৩. সুরা আন-নুর : ৩০-৩১
৪. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৬/৪৩
৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৬/৪৪
৬. সুরা আন-নুর : ৩১

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'এই আয়াত মুমিন নারীদের জন্য আল্লাহ তাআলার আদেশ, তাদের স্বামী মুমিন বান্দাদের জন্য আত্মসম্মান এবং জাহিলি যুগের নারী ও মুশরিক নারীদের কর্ম থেকে মুমিন নারীদের পার্থক্য সৃষ্টিকারী।'[৭]

ইমাম শাওকানি রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'কুরআনের অন্যান্য সম্বোধনের মতো প্রথম আয়াতে নারীরা মুমিনদের সম্বোধনে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা সত্ত্বেও এ বিষয়টির অধিক গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য এই আয়াতে বিশেষভাবে নারীদের সম্বোধন করা হয়েছে।'[৮]

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ এই আয়াতে مِنْ শব্দটি 'কিছু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আয়াতে হারাম ও ক্ষতিকর ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। মাহরামের প্রতি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করতে নিষেধ করা হয়নি। এরপর শরিয়তে পুরুষদের সম্বোধনে সাধারণভাবে নারীরা অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও পৃথকভাবে নারীদের কথা উল্লেখ করে পুরুষদের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে—

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

> 'ইমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে।'[৯]

তাদের কথা আলাদাভাবে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো, কুদৃষ্টির ভয়াবহতা বর্ণনা করা এবং যৌনাঙ্গকে জিনার ঝুঁকি থেকে পূর্ণভাবে রক্ষা করা। আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, কেউ যেন ধারণা না করে যে, বিধানটি শুধু পুরুষদের সাথে সম্পৃক্ত।'[১০]

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মুমিনদের দৃষ্টি নত রাখা এবং যৌনাঙ্গ হিফাজতের আদেশ

---

৭. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৬/৪৬
৮. ফাতহুল কাদির : ৪/২২
৯. সুরা আন-নুর : ৩১
১০. আহকামুন নজর : ১৮

করতে বলেছেন এবং এ কথা জানিয়ে দিতে বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাদের কর্মের পর্যবেক্ষক। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

'তিনি চোখের গোপন চাহনি এবং হৃদয়ের অপ্রকাশিত বিষয় সম্পর্কে অবগত।'[১১]

যেহেতু জিনার সূচনা হয় চোখের মাধ্যমে, তাই যৌনাঙ্গ সংযত রাখার আদেশের আগে দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দৃষ্টি থেকেই বিরাট বিপর্যয়ের সূচনা হয়, যেমন সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে সৃষ্টি হয় বিশাল অগ্নিকাণ্ড। অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ক্রমপর্যায় হলো, প্রথমে দৃষ্টিপাত, তারপর হৃদয়ের কল্পনা, তারপর পদক্ষেপ, তারপর অপরাধ। তাই তো বলা হয়ে থাকে, 'যে এই চারটি বিষয়ের হিফাজত করতে সক্ষম হলো, সে নিজের দ্বীনের হিফাজত করল : দৃষ্টি, কল্পনা, চিত্র ও পদক্ষেপ।'

তাই বান্দার উচিত এই চারটি গেটে নিজেকে পাহারা দেওয়া এবং এগুলোর সীমান্তে সর্বদা নিজেকে প্রহরায় নিয়োজিত রাখা। কারণ এ পথসমূহ দিয়েই শত্রুর অনুপ্রবেশ ঘটে, অতঃপর ভেতরে প্রবেশ করে ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে।'[১২]

আল্লাহ তাআলা চক্ষুকে হৃদয়ের আয়না বানিয়েছেন। যখন বান্দা দৃষ্টি অবনত রাখবে, হৃদয় তার প্রবৃত্তি ও চাহিদাকে দমন করতে সক্ষম হবে। আর যখন সে দৃষ্টি অপাত্রে পতিত করবে, তখন তা হৃদয়ে কামনার আগুন জ্বালিয়ে দেবে।

দৃষ্টিপাত অন্তরে কামভাব সৃষ্টি করার কারণ, তাই পরিণাম ভয়াবহ—এমন প্রত্যেক জিনিস থেকে দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে শরিয়তে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا

১১. সুরা গাফির : ১৯
১২. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৭৯

الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বনি আদমের জন্য জিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের জিনা হলো তাকানো, জিহ্বার জিনা হলো কথা বলা। নফস কামনা করে আর যৌনাঙ্গ সেটা সত্য অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।'[১৩]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'হাদিসটি শুরু হয়েছে চোখের জিনার মাধ্যমে। কারণ, চোখই হলো হাত-পা, অন্তর ও লজ্জাস্থানের জিনার মূল ফটক।'

তিনি আরও বলেন, 'হাদিস থেকে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে চোখ অবাধ্যতা করে এবং এটি হলো চোখের জিনা। এতে ওই সকল লোকের কথার জবাবও রয়েছে, যারা দৃষ্টিপাতকে সাধারণভাবে বৈধ মনে করে। এ ছাড়াও আরেক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বলেন :

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

'হে আলি, বারবার দৃষ্টি দিয়ো না। কেননা, প্রথমটিতে তোমার জন্য ছাড় থাকলেও দ্বিতীয়টিতে কোনো ছাড় নেই।'[১৪]

প্রিয় ভাই—আল্লাহ তাআলা তোমাকে কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দিন—কুদৃষ্টির ব্যাপারে খুব সতর্ক থেকো। কারণ, এর কারণেই ধ্বংস হয়েছে অনেক আবিদ, পদস্খলিত হয়েছে বহু জাহিদ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি থেকে উপদেশ গ্রহণ করা আমাদের সবার জন্য বাঞ্ছনীয়।

---

১৩. সহিহুল বুখারি : ৬২৪৩, সহিহু মুসলিম : ২৬৫৭
১৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৭৭৭, সুনানু আবি দাউদ : ২১৪৯

তিনি বলেন :

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ

'দৃষ্টি শয়তানের একটি বিষাক্ত তির।'[১৫]

কেননা, বিষের ক্রিয়া অন্তরে প্রবেশ করে এবং বাইরে এর প্রভাব প্রকাশ হওয়ার আগে অভ্যন্তরকে ধ্বংস করে দেয়। তাই দৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কারণ, শুরুতেই প্রতিহত করা না হলে পরে গিয়ে এটি বিরাট বিপদ সৃষ্টি করবে। শুরুতে প্রতিহত করা সহজ, কিন্তু যদি বারবার অপাত্রে দৃষ্টিপাত হতে থাকে, তবে তাকে প্রতিহত করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়। তাই দৃষ্টির ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

এ সম্পর্কিত একটি উদাহরণ দিচ্ছি : মনে করো, তুমি দেখলে একটি ঘোড়া তার আরোহীকে নিয়ে সংকীর্ণ একটি গলিতে ঢুকতে যাচ্ছে। ঘোড়াটির দেহের কিছু অংশ তাতে ঢুকেও পড়েছে। কিন্তু গলিটির সংকীর্ণতার কারণে পুরোপুরি ঢুকে পড়লে বের হওয়া মুশকিল। এখন যদি ঘোড়াটিকে পেছনে টেনে বের করতে চায়, তবে সহজেই তা করা সম্ভব। কিন্তু যদি অবহেলা করে এবং গলিটিতে পুরো ঢুকে পড়া পর্যন্ত বিলম্ব করে দেয়, তবে বের করতে দীর্ঘ সময় ও শ্রম ব্যয়িত হবে এবং অনেক সময় বের করা অসম্ভবও হয়ে পড়তে পারে।

কুদৃষ্টি বেড়ে গেলে এমনই হয়। যদি শুরুতেই দৃষ্টির লাগাম টেনে ধরা যায়, তবে চিকিৎসা সহজ। কিন্তু যদি বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে, তবে নফস সুন্দর সুন্দর সুরত বের করে শূন্য হৃদয়ে সেগুলো স্থানান্তর করবে এবং হৃদয়ে একটি নকশা এঁকে দেবে। একের পর এক দৃষ্টিপাত বৃষ্টির পানির ন্যায়, গাছপালা যার মাধ্যমে সিঞ্চিত হয়। এতে দৃষ্টির ভয়াবহতা বাড়তেই থাকে। একসময় হৃদয়টা নষ্ট হয়ে যায়। দৃষ্টি অবনত রাখার যে আদেশ তাকে করা হয়েছে, সে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমন ব্যক্তি বিভিন্ন অপ্রীতিকর কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে নিজেকে ধ্বংসের দুয়ারে ঠেলে দেয়। আর এই ধ্বংসের কারণ হলো, সে প্রথম দৃষ্টিতে বেশ স্বাদ অনুভব করেছে এবং সেই স্বাদের আশায় দৃষ্টিপাতের বিষয়টিকে

১৫. আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি : ১০৩৬২

স্বাভাবিক মনে করে পুনরায় দৃষ্টি দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বারের দৃষ্টির ফল ছিল ধ্বংস। যদি সে প্রথমবারেই দৃষ্টি সংযত করে নিত, তবে বাকি জীবন নিরাপদ থাকত।[১৬]

অবৈধ স্থানে দৃষ্টিপাত বহু ফিতনার মূল

প্রিয় ভাই,

হারাম জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সকল ফিতনার মূল। এটি সব ধরনের আসক্তির কেন্দ্রবিন্দু। কুদৃষ্টি সকল কামনা-বাসনার দূত ও আহ্বায়ক। দৃষ্টির হিফাজত মূলত যৌনাঙ্গেরই হিফাজত। সুতরাং যে দৃষ্টিকে লাগামহীন ব্যবহার করে, সে নিজেকে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা চক্ষুকে হৃদয়ের আয়না বানিয়েছেন। যখন বান্দা নিজের দৃষ্টিকে অবনত রাখবে, হৃদয়ও কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির আগুন দমিয়ে রাখবে। আর যখন চক্ষুকে বল্গাহীন রাখবে, হৃদয়ও প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেবে এবং কামনার আগুন প্রজ্বলিত করে তুলবে।

এ জন্যই আল্লাহ সুরা নুরে যৌনাঙ্গ হিফাজতের বিষয়টি উল্লেখ করার আগে দৃষ্টি সংযত রাখার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। কারণ, এটিই জিনা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার প্রধান মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

'মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। এতে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্রতা। নিশ্চয় তারা যা করে, আল্লাহ তা অবহিত আছেন। আর ইমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে।'[১৭]

---

১৬. জাম্মুল হাওয়া : ৮২

১৭. সুরা আন-নুর : ৩০-৩১

সুন্দরীর দর্শন হৃদয়ের ক্লান্তি। অধিক দৃষ্টি সময়ের অপচয় এবং পরিতাপের দীর্ঘায়ন। হে শান্তিকামী, হে মুক্তি-প্রত্যাশী, তোমার দৃষ্টি সংযত রাখো, হারাম ও অবৈধ ক্ষেত্র থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নাও। দৃষ্টিপাতের ব্যাপারটিকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। কেননা, বড় বড় বিপর্যয়ের সূচনা এখান থেকেই হয়। যেমন বিশাল অগ্নিকাণ্ডের সূচনা ঘটে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে। নিশ্চয় অপরাধের ক্রমপর্যায় হলো, প্রথমে দৃষ্টিপাত, তারপর কল্পনা, তারপর পদক্ষেপ, তারপর অপরাধ।

প্রিয় মুসলিম ভাই আমার, গাইরে মাহরাম (যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) নারী-পুরুষ একজনের প্রতি অন্যজনের দৃষ্টিপাত হারাম হওয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলিম ও ফকিহ একমত পোষণ করেছেন। গাইরে মাহরাম বলতে ওই সকল নারী-পুরুষকে বোঝায়, যাদের মাঝে রক্ত-সম্পর্কিত কোনো বন্ধন নেই এবং বিয়ে হারাম হওয়ার অন্য কোনো কারণ, যথা : দুধ-সম্পর্কিত ইত্যাদি বন্ধন নেই। গাইরে মাহরাম একে অপরকে দেখা হারাম। এদের পারস্পরিক বিয়েকে শরিয়ত হালাল করেছে। সুতরাং এদের জন্য একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং নির্জন জায়গায় সাক্ষাৎ করা সকল মুসলিমের ঐকমত্যে হারাম। 'ও খুব ভালো মানুষ, ও অনেক বুজুর্গ ব্যক্তি'—এ ধরনের অজুহাত এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈধতা সাব্যস্ত করবে না। বড় কোনো কিছু সম্ভাবনা না থাকার অজুহাতেও দৃষ্টিপাত করা বৈধ নয়। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ও অপারগতার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাময়িক বৈধতা রয়েছে। এ ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে গাইরে মাহরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করা সম্পূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ। চাই প্রবৃত্তির চাহিদা থাক বা না থাক। একইভাবে কামভাব নিয়ে কোনো শ্মশ্রুবিহীন বালকের দিকে দৃষ্টি দেওয়াও জায়িজ নেই। কামভাব না থাকলেও বিনা প্রয়োজনে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ নয়। কারণ, এখানে ফিতনা ও ধ্বংসে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

দৃষ্টির হিফাজতে রয়েছে মুমিনের হৃদয়ের পবিত্রতা, আত্মার শুদ্ধি ও যৌনাঙ্গের হিফাজত। আল্লাহ তাআলা যৌনাঙ্গ হিফাজতের পূর্বে দৃষ্টি হিফাজতের আদেশ দিয়েছেন। কারণ, মূল পাপের সূচনা এখান থেকেই হয়। এটি জিনার আহ্বায়ক। তির লক্ষ্যবস্তুতে যেমন আঘাত করে, অনুরূপ আঘাত দৃষ্টি হৃদয়ে করে। হত্যা করতে না পারলেও অন্তত আহত করেই ছাড়ে। দৃষ্টি শুকনো

খড়ে নিক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো, যা খড়ের সবটুকু ভস্ম করে দিতে যদি নাও পারে, তার অংশবিশেষ অবশ্যই ভস্ম করে দেবে।

কবি বলেন :

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنَ النَّظَرِ *** وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ

كَمْ نَظْرَةٌ بَلَغَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا *** كَمَبْلَغِ السَّهْمِ بَيْنَ الْقَوْسِ وَالْوَتَرِ

وَالْعَبْدُ مَا دَامَ ذَا طَرْفٍ يُقَلِّبُهُ *** فِي أَعْيُنِ الْعِينِ مَوْقُوفٌ عَلَى الْخَطَرِ

يَسُرُّ مُقْلَتَهُ مَا ضَرَّ مُهْجَتَهُ *** لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَرِ

'প্রতিটি অঘটনের সূচনা হয় দৃষ্টি থেকে। বিশাল অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয় ছোট্ট অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে। ধনুক ও ছিলার মাঝখান থেকে ছুটে গিয়ে তির যেভাবে তার লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে, তেমনই দৃষ্টি ব্যক্তির হৃদয়ে আঘাত হানে। বান্দার দৃষ্টি যতক্ষণ ডাগর নয়না সুন্দরীর প্রতি আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ যে মহাবিপর্যয়ের ঝুঁকিতে থাকে। মানুষের দৃষ্টি তখনই সন্তুষ্ট হয়, যখন সে অন্তরের ক্ষতি করতে পারে। যে আনন্দ বড় ক্ষতিকে বরণ করে নেয়, সে আনন্দ তো আনন্দ নয়।'[১৮]

আল্লাহ তাআলা আমাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত। তুমি কি লক্ষ করোনি, আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি সংযত রাখা এবং যৌনাঙ্গের হিফাজতের আদেশের পরপরই বলেছেন :

إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

'নিশ্চয় তারা যা করে, আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে অবহিত আছেন।'[১৯]

আর তিনি তো সেই সত্তা, যিনি—

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

---

১৮. আল-জাওয়াবুল কাফি, পৃষ্ঠা নং ২২৪

১৯. সুরা আন-নুর : ৩০

'চোখের গোপন চাহনি এবং হৃদয়ের অপ্রকাশিত কল্পনা সম্পর্কেও জানেন।'[২০]

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রা. কর্তৃক বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই হাদিসের মতো ছোট গুনাহ-সম্পর্কিত আর কোনো হাদিস আমি দেখিনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বনি আদমের জন্য জিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের জিনা হলো তাকানো, জিহ্বার জিনা হলো কথা বলা। নফস কামনা করে আর যৌনাঙ্গ সেটা সত্য অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।'[২১]

ইমাম শানকিতি রহ. বলেন, 'এখানে প্রামাণিক স্থান হলো আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই কথা, "চোখের জিনা হলো দৃষ্টি।" হারাম জিনিসের প্রতি তাকানোকে জিনা বলার দ্বারা এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এটি হারাম এবং এ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

আর এ কথা স্বীকৃত যে, দৃষ্টি হলো জিনা সংঘটিত হওয়ার কারণ। কেননা, নারীর সৌন্দর্যের প্রতি তাকানোর ফলে হৃদয়ে তার প্রতি আসক্তি তৈরি হয়, যা পরবর্তী সময়ে ধ্বংসের কারণ হয়। দৃষ্টি জিনার আহ্বায়ক। আল্লাহ তাআলার নিকট তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'[২২]

ইমাম বুখারি রহ. বলেন, সাইদ বিন আবুল হাসান রহ. হাসান রহ.-কে বললেন, 'অনারব নারীরা তাদের বক্ষ ও মাথা উন্মুক্ত রাখে।' তিনি বললেন, 'তুমি তাদের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখো। কারণ আল্লাহ বলেছেন, "মুমিনদের

২০. আহকামুন নজর, পৃষ্ঠা নং ৯
২১. সহিহুল বুখারি : ৬২৪৩, সহিহ মুসলিম : ২৬৫৭
২২. আজওয়াউল বায়ান : ৬/৯১

বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে।" এর ব্যাখ্যায় কাতাদাহ রহ. বলেন, "অর্থাৎ নিষিদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দৃষ্টি ও যৌনাঙ্গকে হিফাজত করবে।" আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, "আপনি মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হিফাজত করে।"'

ইমাম শানকিতি রহ. এই আয়াতগুলোর আলোচনায় বলেন, 'এখান থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলার আরেকটি বাণী "তিনি চোখের গোপন চাহনি সম্পর্কে জানেন"—ওই আয়াতে অবৈধ পাত্রে দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। এই দুই আয়াতেও অবৈধ পাত্রে দৃষ্টিপাত করার ব্যাপারে তিরস্কার করা হয়েছে। এ ছাড়াও একাধিক হাদিসে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।'[২৩]

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'চোখ আর হৃদয়ের মাঝে একটি সংযুক্তি পথ রয়েছে। যখন চোখ খারাপ ও নষ্ট হয়ে যায়, হৃদয়ও খারাপ ও নষ্ট হয়ে যায় এবং হৃদয় তখন অপবিত্রতা ও ময়লা-আবর্জনার ডাস্টবিনে পরিণত হয়। সে হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার পরিচয় ও ভালোবাসা, তাঁর কাছে বিনীত হওয়া, বন্ধুত্ব গ্রহণ করা বা নৈকট্য অর্জনের আনন্দ কিছুই থাকে না। বরং হৃদয় এসবের বিপরীত কর্মে প্রশান্তি অনুভব করে।'[২৪]

আলি বিন আবু তালিব রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'ফজল বিন আব্বাস রা. হজের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে তাঁর বাহনে বসেছিলেন। তখন খাসআম গোত্রের এক তরুণী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করতে আসলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজলের ঘাড় ধরে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিলেন, যাতে তার দৃষ্টি ওই তরুণীর ওপর না পড়ে। এতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আব্বাস রা. বললেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আপনার চাচাতো ভাইয়ের ঘাড় ফিরিয়ে দিলেন কেন?" রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি একজন যুবক ও একজন

---

২৩. আজওয়াউল বায়ান : ৬/৯১৯
২৪. তাজকিয়াতুন নুফুস : ৩৮

যুবতিকে দেখেছি আর শয়তান থেকে তাদের নিরাপদ মনে করিনি। অর্থাৎ যখন তারা একে অপরের প্রতি তাকাবে, তখন তাদের একজনের মন আরেক জনের ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে।”’[২৫]

লক্ষ করো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচাতো ভাইয়ের সাথে কেমন করলেন। অথচ তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ছিলেন এবং হাজির সাজে সজ্জিত ছিলেন। এমন অবস্থায়ও তিনি ফিতনা ও শয়তানি কুমন্ত্রণার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হননি।

আলি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছেন :

يَا عَلِيُّ، إِنَّ لَكَ كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا، فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

‘হে আলি, জান্নাতে তোমার জন্য একটি গুপ্তধন রয়েছে। আর তুমি জান্নাতের দুটি শিংয়ের অধিকারী হবে। তাই (নিষিদ্ধ পাত্রে) প্রথম দৃষ্টি পড়ার পর পুনরায় দৃষ্টি দিয়ো না। কেননা, তোমার জন্য (অজান্তে পড়ে যাওয়া) প্রথম দৃষ্টি বৈধ হলেও পুনরায় দৃষ্টি দেওয়া বৈধ নয়।’[২৬]

অর্থাৎ প্রথমবারের অনিচ্ছাকৃত ও আকস্মিক দৃষ্টি ক্ষমার উপযুক্ত এবং এতে গুনাহ লেখা হবে না। তবে দ্বিতীয়বার উপভোগ করার জন্য দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ নেই।

আলি রা.-এর দুনিয়াবিমুখতা ও পরহেজগারিতা জানা সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এই আদেশ করেছেন। তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পূত-পবিত্রতা জানা সত্ত্বেও তাকে দৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। যেন তিনি নিজেকে আশঙ্কামুক্ত মনে না করেন এবং গুনাহ ও ফিতনা থেকে নিজেকে মুক্ত ধারণা করে প্রতারিত না হন।

---

২৫. সুনানুত তিরমিজি : ৮৮৫
২৬. ইমাম আহমাদ রচিত ফাজায়িলুস সাহাবা : ১১০১

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

> 'আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারাই নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে।'[২৭]

জারির বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আকস্মিক দৃষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে।'[২৮] অর্থাৎ দ্বিতীয়বার তাকানো থেকে বিরত থাকবে। কারণ, দ্বিতীয়বার তুমি ফিতনা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে নিরাপদ থাকবে না।

জবান সংযত রাখার চেয়ে দৃষ্টি সংযত রাখা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি জিনার প্রবেশদ্বার। সুতরাং এর হিফাজত অনেক জরুরি। তবে দৃষ্টি সংযত রাখা খুব কঠিন। কারণ মানুষ এটাকে হালকাভাবে নেয়। অথচ সকল অঘটনের সূচনা এখান থেকেই হয়।

প্রথম দৃষ্টিপাত যদি অনিচ্ছাকৃত হয়, তবে এর জন্য কোনো জবাবদিহি নেই; কিন্তু পুনরাবৃত্তি করলে জবাবদিহি করতে হবে।

মুজাহিদ রহ. বলেন, 'নারী যখন সামনে আসে, তখন শয়তান নারীর মাথার ওপর বসে দৃষ্টিপাতকারীর চোখে তাকে আরও কমনীয় ও আবেদনময়ী করে দেখায়। আর যখন ফিরে যায়, তখন শয়তান তার পশ্চাদ্ভাগে বসে দৃষ্টিপাতকারীর চোখে তাকে আবেদনময়ী করে তোলে।'[২৯]

আলা বিন জিয়াদ রহ. বলেন, 'নারীদের চাদরের প্রতি দৃষ্টি দিয়ো না। কেননা, এটি তোমার হৃদয়ে কামভাব তৈরি করবে। আর খুব কম মানুষই নারী ও শিশুদের প্রতি বারবার দৃষ্টি দেওয়া থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কাউকে সুন্দর লাগলে তার প্রতি বারবার দৃষ্টি দিতে ইচ্ছে করে। সুতরাং প্রত্যেককে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কারও প্রতি বারবার দৃষ্টি দেওয়া চরম অজ্ঞতা ও বোকামি। কারণ, এভাবে দৃষ্টি দেওয়ার ফলে অনেক সময় কারও

---

২৭. সুরা আল-আরাফ : ৯৯

২৮. সুনানু আবি দাউদ : ২১৪৮

২৯. আল-জামি লি আহকামিল কুরআন : ১২/২২৭

সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে দৃষ্টি আটকে যাবে। হৃদয়ে কামভাবের সৃষ্টি হবে। কিন্তু আফসোস করা ছাড়া কিছুই করার থাকবে না। আবার এমনও হতে পারে যে, যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে, সে খুব বিশ্রী। তাই মজা পাবে না। অথচ সে দৃষ্টি দিয়েছিল মজা নেওয়ার জন্য। তবে যেটাই হোক, সে কিন্তু গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে না, তদুপরি শুধু শুধু কিছু অপ্রয়োজনীয় আক্ষেপ ও মনঃকষ্ট বহন করতে হবে তাকে।

পক্ষান্তরে, যদি দৃষ্টিকে সংযত রাখা যায়, তবে অন্তরকে এ ধরনের বিপদ থেকে মুক্ত রাখা যায়। দৃষ্টি অপরাধ করার পর সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যৌনাঙ্গকে হিফাজত করার জন্য বিশেষ শক্তি ও তাওফিকের প্রয়োজন হয়। তাই দৃষ্টিকেই সংযত রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।[৩০]

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

'কোনো মুসলমান—যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল—তাকে কেবল তিন কারণে হত্যা করা বৈধ : বিবাহিত ব্যক্তির জিনা, কাউকে হত্যা করা, আপন দ্বীন পরিত্যাগ করে মুসলিমদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।'[৩১]

এই হাদিসে জিনাকে কুফর ও হত্যার মতো মহাপাপের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের সুরা ফুরকান ও ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসেও এমনটাই করা হয়েছে।

এখানে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হওয়া বিষয়ের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করেছেন। কারণ, ধর্মত্যাগের চেয়ে বেশি

৩০. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/১১৪
৩১. সহিহুল বুখারি : ৬৮৭৮, সহিহু মুসলিম : ১৬৭৬

সংঘটিত হয় জিনা। এই হাদিসের আরেকটি বিষয় হলো, এখানে পর্যায়ক্রমে প্রথমে নিম্নমানের গুনাহ এবং পরে জঘন্যতম গুনাহগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। জিনা-ব্যভিচার বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক। কারণ, যখন কোনো নারী জিনা করে, তখন সে তার পরিবার, স্বামী ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য লাঞ্ছনা ডেকে আনে। সমাজে এদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। যদি সে জিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে যায় এবং বাচ্চা মেরে ফেলে, তবে সে জিনা এবং হত্যা—দুটি অপরাধ করল। আর যদি এই সন্তানকে নিজের স্বামীর প্রতি সম্বন্ধ করে, তবে নিজের পরিবার ও স্বামীর পরিবারের মাঝে এমন কাউকে প্রবেশ করালো, যে তাদের কেউ নয়। এ ছাড়াও জিনার আরও অনেক মন্দ দিক রয়েছে। আর যদি পুরুষ জিনা করে, তবে বংশের মাঝে সংমিশ্রণ ঘটাল, একজন নারীর সম্ভ্রম নষ্ট করল এবং তাকে ধ্বংস ও বরবাদির দিকে ঠেলে দিল। এ কবিরা গুনাহে দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতের ক্ষতি হয়। জিনার মাধ্যমে কত নারী সম্ভ্রম হারিয়েছে, কত মানুষের অধিকার বিনষ্ট হয়েছে এবং কত জুলুমই না সংঘটিত হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

জিনার আরেকটি ক্ষতিকর দিক হলো, তা দারিদ্র্য ডেকে আনে, জীবন সংকীর্ণ করে তোলে, জিনাকারী কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকে এবং সমাজের মানুষ তাকে অভিশাপ করতে থাকে।

আরও একটি ক্ষতি হলো, এটি হৃদয়কে ভেঙে চুরমার করে দেয় এবং হৃদয়কে পুরোপুরি মেরে ফেলতে না পারলেও অন্তত অসুস্থ করে দেয়। জিনা বিভিন্ন দুঃখ-দুশ্চিন্তা ও ভয়ভীতি টেনে আনে এবং শয়তানের সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। মানুষ হত্যার পর সবচেয়ে ভয়াবহ অপরাধ জিনা। আর এ কারণেই শরিয়ত জিনাকারীকে সবচেয়ে মন্দ ও কঠিনভাবে হত্যার বিধান প্রণয়ন করেছে। কোনো স্বামীর কাছে নিজের স্ত্রী বা কোনো নিকটাত্মীয়ের জিনার খবর আসার চেয়ে তার নিহত হওয়ার খবর আসা অধিক সহজ ও হালকা।

সাদ বিন উবাদা রা. বললেন, 'আমি আমার স্ত্রীর সাথে যদি কোনো পুরুষকে দেখি, তবে উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করব।'

এ কথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট পৌঁছানো হলে তিনি বললেন :

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، وَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

'তোমরা সাদের আত্মসম্মানবোধ দেখে আশ্চর্য হচ্ছ? আল্লাহর শপথ, আমার আত্মসম্মানবোধ তার চেয়ে বেশি এবং আল্লাহর আত্মসম্মান আমার চেয়েও বেশি। আর আত্মসম্মানবোধের কারণেই আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতাকে হারাম করে দিয়েছেন।'[৩২]

প্রিয় মুসলিম ভাই আমার,

خَلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا *** وَكَبِيرَهَا فَهُوَ التُّقَى

وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْ *** ضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى

لَا تَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً *** إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى

'বড় হোক বা ছোট, গুনাহ গুনাহই। মুত্তাকি হতে হলে সব গুনাহ ছাড়তে হবে। কাঁটাঘেরা পথে চলার সময় ব্যক্তি যেভাবে সতর্ক হয়ে পথ চলে, তোমাকেও সেভাবে চলতে হবে। কোনো ছোট বিষয়কেই তুচ্ছ মনে কোরো না। মনে রাখবে, ছোট ছোট পাথরখণ্ড মিলেই বড় বড় পাহাড় সৃষ্টি হয়।'[৩৩]

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আজিজ রহ. বলেন, 'আমরা আহমাদ বিন রাজিনের নিকট সকাল থেকে আসর পর্যন্ত বসা ছিলাম। এ দীর্ঘ সময় ধরে একটি বারের জন্যও তিনি ডানে-বামে তাকাননি। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য দুটি চক্ষু সৃষ্টি করেছেন, যেন সে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে। সুতরাং উপদেশ গ্রহণ করার জন্য দেওয়া দৃষ্টি ব্যতীত প্রত্যেক দৃষ্টিতেই পাপ লেখা হয়।"'

---

৩২. সহিহুল বুখারি : ৭৪১৬, সহিহু মুসলিম : ১৪৯৯

৩৩. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৯২

আল্লাহু আকবার! যে দিবারাত্রি নিজের দৃষ্টিকে লাগামহীনভাবে ব্যবহার করছে, যে অবৈধ জিনিসের দর্শন প্রত্যাশায় বাজার ইত্যাদিতে গমন করছে; বরং যে ঘন্টার পর ঘণ্টা ইন্টারনেটের বিভিন্ন চ্যানেলে পড়ে রয়েছে, সে এঁদের পথ ছেড়ে কোথায় হাঁটছে? নারীরা পুরুষদের প্রতি এবং পুরুষরা নারীদের প্রতি অবৈধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে! দৃষ্টি সংযত রাখা এবং হারাম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার বিষয়টি কোথায় হারিয়ে গেল?

সাইদ বিন মুসাইয়িব রহ. বলেন, 'শয়তান যখন কোনো জিনিসের মাধ্যমে নিরাশ হয়ে পড়ে, তখন নারীর বেশে আগমন করে।'

সাইদ রহ. যখন ৮৪ বছর বয়সী বৃদ্ধ, তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়, ফলে তিনি অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করতেন—সে সময় তিনি বলেন, 'আমার কাছে নারীদের চেয়ে ভীতিকর কিছু নেই।'[৩৪]

প্রিয় ভাই আমার, সময়ের পরিবর্তনে মানুষের ইনসাফ চলে গেছে এবং বিবেক-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। অন্যথায় যে নিজের দৃষ্টিকে যথেচ্ছা ব্যবহার করছে, সে কি আমর বিন মুররাহ রা.-এর এই কথাটি শোনেনি? তিনি বলেন, 'আমি একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলাম! কিন্তু সাথে সাথে দৃষ্টি সরিয়ে নিলাম। আমি আশা করি, এই দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়াটা আমার কাফফারা হয়ে যাবে।'

দৃষ্টি সংযত করার প্রতি পরস্পরকে উপদেশ দান

আমাদের সালাফ পরস্পরকে দৃষ্টি সংযত করার উপদেশ দিতেন এবং তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। অথচ এই বিষয়টা ফিতনার এ যুগে আমাদের জন্যই অধিক প্রয়োজন।

ওয়াকি রহ. বলেন, 'এক ইদের দিন আমরা সুফইয়ান সাওরি রহ.-এর সাথে বের হলাম। তিনি বললেন, "আমরা দৃষ্টি সংযত রাখার মাধ্যমে আজকের দিনের সূচনা করব।"'[৩৫]

---

৩৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৮০
৩৫. আল-ওয়ারা লি ইবনি আবিদ্দুনিয়া : ৬৩

সুফইয়ান সাওরি রহ. বলেন, 'এমন সত্তার ধ্যান করো, যাঁর কাছে কোনো গোপনীয় বিষয় গোপন থাকে না। আশা করো এমন সত্তার কাছে, যিনি আশা পূরণ করার সক্ষমতা রাখেন। সতর্ক থাকো এমন সত্তার বিরোধিতা থেকে, যিনি শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।'

হে মুসলিম, দৃষ্টি সংযত রাখা এবং আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের বিশাল প্রতিদান ছেড়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি সেই সত্তার প্রতিশ্রুতিতে আনন্দিত নও, যিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না?

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

'পক্ষান্তরে যে তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।'[৩৬]

প্রিয় ভাই, সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা?

ইবনে সিরিন রহ. বলেন, 'আমি স্বপ্নে যখন এমন কোনো নারী দেখি, যার প্রতি তাকানো আমার জন্য হালাল নয়, তখন আমি তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিই।'

আল্লাহু আকবার! স্বপ্নেও তিনি নিজের দৃষ্টি সংযত রাখেন। কারণ, তিনি জানেন, এই নারীর প্রতি তাকানো বৈধ নয়। আসলেও তো যিনি দিনের বেলায় নিজের দৃষ্টি সংযত রাখেন, তিনি স্বপ্নে কীভাবে এর বিপরীত কাজে সন্তুষ্ট হতে পারেন!

আর যার চোখ খিয়ানত করেছে, তার কোন বিষয়কে এর কাফফারা মনে করা দরকার? পুনরায় হারাম দৃষ্টি নাকি তাওবা করে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসা?

আমর বিন মুররাহ রহ. বলেন, 'আমার যৌবনকালে একবার নিষিদ্ধ জায়গায় আমার দৃষ্টি পড়েছিল। সে কথা মনে পড়লে দৃষ্টিহীন হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।'[৩৭]

---

৩৬. সুরা আন-নাজিআত : ৪০-৪১
৩৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১০৬

হাসসান বিন আবু সিনান রহ. বের হলেন। যখন ঘরে ফিরে এলেন, তখন তার স্ত্রী তাকে বললেন, 'আজ আপনি কতজন সুন্দরী রমণীর প্রতি তাকিয়েছেন?' যখন স্ত্রী বারবার এ কথাটি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, তখন তিনি বললেন, 'কী যা তা বলছ? বের হওয়ার পর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর ওপর আমার দৃষ্টি পড়েনি।'[৩৮]

প্রিয় বন্ধু, আশ্চর্যের বিষয় হলো, মানুষ সুস্থতার দ্বারা প্রতারিত হয় এবং ভবিষ্যতে ভালো হয়ে যাওয়ার আশা করে। এই আশা ও প্রতারণার কোনো সীমা থাকে না। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তার প্রবঞ্চনা বেশি হয় এবং আশা দীর্ঘতর হয়।

প্রিয় ভাই, নিজেকে শুধরিয়ে ফেলার কী দারুণ একটি উপদেশ তোমার সামনেই আছে। তা হলো, তুমি ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের অবস্থা ও অবস্থান এবং প্রিয়জনদের কবর প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছ। তা দেখে তুমি অবশ্যই জানো যে, তোমার অবস্থাও ঠিক তাদের মতোই হবে। তা সত্ত্বেও যদি তুমি নিজেকে শুধরে না নাও, তবে তোমাকে নির্বোধ না বলে আর কী বলব?[৩৯]

আবু দারদা রা. বলেন, 'হে বৎস, তুমি মানুষের মধ্যে যা কিছু দেখো, তার সবকিছুর তত্ত্ব তালাশে লেগে যেয়ো না। যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে কোনো কিছু দেখেই তার তত্ত্ব তালাশে লেগে যায়, তার দুঃখ দীর্ঘ হয় এবং তার ক্রোধ কখনো প্রশমিত হয় না। আর যে ব্যক্তি তার পানাহার ব্যতীত অন্য কোথাও আল্লাহর নিয়ামত দেখতে পায় না, তার আমল কমে যায় এবং তার শাস্তি উপস্থিত হয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ব্যাপারে অমুখাপেক্ষী নয়, তার কোনো দুনিয়াই নেই।'[৪০]

হে প্রিয়, মনে রেখো, চোখ ও যৌনাঙ্গের চাহিদা মানুষের মাঝে সবচেয়ে প্রবল এবং বিবেকের সবচেয়ে বেশি বিরুদ্ধাচরণকারী চাহিদা। তবে এই চাহিদা পূরণ করা খুবই লজ্জাজনক ও ভীতিকর। অধিকাংশ মানুষ এই চাহিদা পূরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখে অক্ষমতা, ভয় কিংবা লজ্জার কারণে। অথবা

---

৩৮. আল-ওয়ারা লি ইবনি আবিদ্দুনিয়া : ৬৪

৩৯. সাইদুল খাতির : ৪২৮

৪০. কিতাবুজ জুহদ

নিজের দেহকে সুরক্ষিত রাখার জন্য এ থেকে বিরত থাকে। তাই এতে তেমন কোনো বড় প্রতিদানের আশা করা যায় না। কেননা, এখানে নফসের একটি চাহিদার ওপর অপর একটি চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এই যা! অবশ্য এ ক্ষেত্রেও একটি ফায়দা রয়েছে। তা হলো, যেভাবেই হোক, সে নিজেকে জিনা থেকে মুক্ত রাখার কারণে অন্তত গুনাহ থেকে বাঁচতে পেরেছে। তবে পূর্ণ সাওয়াব ও মহাপ্রতিদান তখনই পাওয়া যাবে, যখন সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এবং কোনো প্রতিবন্ধক না থাকা ও জিনার উপকরণ সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার ভয়ে তা থেকে মুক্ত থাকে।

চোখের জিনা সগিরা গুনাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহসমূহের একটি। কারণ, তা অনেক বড় একটি কবিরা গুনাহ তথা যৌনাঙ্গের জিনার দিকে ধাবিত করে। আর যে নিজের চোখের হিফাজত করতে পারে না, সে লজ্জাস্থানেরও হিফাজত করতে পারে না।

ইসা আ. বলেন, 'তোমরা দৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক হও। কারণ, এটি হৃদয়ে কামনার বীজ বপন করে। আর এটিই ফিতনার জন্য যথেষ্ট।'

দাউদ আ. বলেন, 'হে বৎস, সিংহ ও নিগ্রোর পেছনে চলবে। কিন্তু কোনো নারীর পেছনে চলবে না।'

ইয়াহইয়া আ.-কে বলা হলো, 'জিনার সূচনা কী?' তিনি বললেন, 'দৃষ্টি ও কামনা।'

ফুজাইল রহ. বলেন, 'ইবলিস বলে, "দৃষ্টি হলো আমার সেই পুরোনো অস্ত্র, যা লক্ষ্যভেদ করতে কখনো ভুল করে না।"'[৪১]

জনৈক দার্শনিক বলেন, 'প্রত্যেকের জীবন তার নির্ধারিত সীমার দিকে চলছে, যেখানে তার আমলনামা গুটিয়ে নেওয়া হবে। সুতরাং সময় শেষ হওয়ার আগেই তুমি নিজের জন্য যা গ্রহণ করার, তা গ্রহণ করে নাও। আজকের দিনকে গতকালের সাথে তুলনা করো। নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখো এবং নেকির ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলো। দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা ও শ্রম কমিয়ে দাও।'[৪২]

---

৪১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/১১২
৪২. আল-আকিবা : ৮৮

এগুলো হলো সেই সব মনীষীর কিছু মূল্যবান ও দুর্লভ উপদেশ, যারা গুনাহের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সেই সত্তাকে চিনতেন, যিনি গোপনীয়তা সম্পর্কে অবগত; ফলে তারা তাদের রবকে ভয় করেছেন।

ইয়াহইয়া বিন মুআজ রহ. বলেন, 'বিচক্ষণ জ্ঞানীর কাজ তিনটি : এক. দুনিয়া তাকে পরিত্যাগ করার আগে সে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে। দুই. কবরে প্রবেশের পূর্বেই সে নিজের কবর বানিয়ে রাখে। তিন. রবের সাথে সাক্ষাতের আগেই সে রবকে সন্তুষ্ট করে নেয়।'[৪৩]

হে যুবক, যেদিকে দৃষ্টি দেওয়া বৈধ নয়, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এমন একটি পাপ, যা তোমাকে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক বিষয়ের দিকে ধাবিত করবে। আখিরাতের আগে দুনিয়াতেই তার প্রতিফলন দেখতে পাবে তুমি। যেমন : হাম্মাদ বিন জাইদ রহ. বলেছেন, 'বান্দা যদি রাতে গুনাহ করে, সকালে তার চেহারায় তা প্রকাশ পায়।'

কারও প্রতি অহেতুক বারবার দৃষ্টি দিলে একসময় তাকে ভালো লেগে যায় এবং দৃষ্টিপাতকারীর মনে দৃষ্টের ছবি বসে যায়। ফলে বিভিন্ন ফিতনায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এ সংক্রান্ত কিছু ফিতনার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো :

এক. তাকে বিপর্যস্ত করার জন্য শয়তান একটি হাতিয়ার পেয়ে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

> النظرة سهم مَسْمُوم من سِهَام إِبْلِيس فَمن غض بَصَره لله عز وَجل
> أورثه الله حلاوة يجدهَا فِي قلبه إِلَى يَوْم يلقاه
>
> 'দৃষ্টি হলো শয়তানের তিরসমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তির। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য নিজের চোখের হিফাজত করবে, আল্লাহ তাকে এমন স্বাদ আস্বাদন করাবেন, যা সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত হৃদয়ে অনুভব করবে।'[৪৪]

---

৪৩. সিফওয়াতুস সাফওয়াহ : ৪/৯৪

৪৪. হাদিসটি 'আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান' গ্রন্থে 'মুসনাদু আহমাদ'-এর সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু 'মুসনাদু আহমাদ' গ্রন্থে হাদিসটি আমি (অনুবাদক) পাইনি। তবে তাবারানি রহ.-এর

দুই. দৃষ্টির সাথে শয়তান প্রবেশ করে। শূন্য ঘরে বাতাস প্রবেশ করার চেয়েও দ্রুতগতিতে দৃষ্টির সাথে সে মিশে যায়। যাতে দর্শনীয় জিনিসটি সুন্দর করে তুলতে পারে এবং তার এমন একটি আকৃতি দিতে পারে, যার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয়। এরপর সে দৃষ্টিদাতাকে বারবার দৃষ্টি দিতে প্ররোচিত করে। হৃদয়ে জ্বালিয়ে দেয় কামনার আগুন এবং পাপকর্মে লিপ্ত হতে উসকানি দেয়। দৃষ্টি না দিলে শয়তানের পক্ষে এরকম করা সম্ভব হতো না।

তিন. কুদৃষ্টি হৃদয়কে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে এবং ভালো-মন্দ বিবেচনার বিষয়টি স্মৃতি থেকে মুছে ফেলে। এটি হৃদয় ও কল্যাণকর বিষয়সমূহের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। ফলে সে সীমা ছাড়িয়ে যায়, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও অসতর্কতার জালে আটকা পড়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

'যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না।'[৪৫]

দাউদ তায়ি রহ. বলেন, 'সাহাবিগণ অনর্থক দৃষ্টি দেওয়াকে অপছন্দ করতেন।'[৪৬]

যেসব বিপদে মানুষ আক্রান্ত হয়, সবকটির মূলে রয়েছে দৃষ্টি। কারণ, দৃষ্টি কুমন্ত্রণা তৈরি করে, কুমন্ত্রণা কুচিন্তার উদ্রেক করে, কুচিন্তা জাগিয়ে তোলে কামনাকে, কামনা সৃষ্টি করে ইচ্ছাকে। এরপর ইচ্ছা প্রবল হতে হতে একসময় সুদৃঢ় হয়ে যায়। আর তখনই সংঘটিত হয় অপরাধ। তখন কোনো প্রতিবন্ধক সামনে না আসলে এ অপরাধ প্রতিহত করা অসাধ্য। এ জন্যই তো বলা হয়, 'দৃষ্টি সংযত না করার মাসুলস্বরূপ যে কষ্ট বহন করতে হয়, তার ওপর ধৈর্য ধরার চেয়ে দৃষ্টি সংযত করার ওপর ধৈর্য ধরা অনেক সহজ।'

'আল-মুজামুল কাবির' গ্রন্থে হাদিসটি (হাদিস নং ১০৩৬২) নিম্নোক্ত ইবারতে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ

৪৫. সুরা আল-কাহফ : ২৮

৪৬. আল-ওয়ারা লি আবিদ্দুনিয়া : ৬২

বলা হয় যে, হাসসান বিন সাবিত রা. ইদের দিন (সালাতের জন্য) বের হলেন। ফিরে এলে তার স্ত্রী তাকে বললেন, 'হে হাসসান, আজ কয়জন সুন্দরী নারী দেখেছ?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি আমার দৃষ্টি ওপরের দিকে তুলিনি এবং আমি জানি না, কোন কোন মানুষ সেখানে ছিল। কেননা, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

مَن نظر إلى ما لا يحل له حرم الله عليه النظر إلى وجهه وألقاه في النار

'যে তার জন্য হালাল নয়—এমন কোনো জিনিসের দিকে দৃষ্টি দেয়, আল্লাহ তাআলা তার চেহারার দিকে দৃষ্টি দেওয়াকে হারাম করে নেবেন এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'[৪৭]

এই দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যখেত। এটি আমল, ক্লান্তি ও কষ্টের ভুবন। বান্দা যদি এখানে ভালো কর্ম করে, তবে তাকে অভিনন্দন। আর যদি মন্দ কর্ম করে এবং সীমালঙ্ঘন করে, তবে কিয়ামতের দিন তাকে লজ্জিত হতে হবে, যেদিন আতঙ্কে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে।

আহমাদ রহ. বলেন, 'একদা আমি আবু সুলাইমান দারানি রহ.-এর নিকট দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লাম। তিনি বললেন, "তুমি কিয়ামতের দিন এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং এটি যদি অতীতের গুনাহের কারণে হয়ে থাকে, তবে তোমার জন্য সুসংবাদ। আর যদি দুনিয়া ছুটে যাওয়া বা কামনা পূরণ না হওয়ায় করে থাকো, তবে তোমার জন্য ধ্বংস।"'[৪৮]

সুফইয়ান সাওরি রহ. বলেন, 'আল্লাহর শপথ, মানুষ প্রতিটি বিষয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। এমনকি মুচকি হাসির ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করা হবে—অমুক অমুক দিনে তোমার মুচকি হাসির কারণ কী? এসব দেখেই তো তারা বলবে :

يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا

'হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট-বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি—সবই এতে রয়েছে।'[৪৯]

---

৪৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/৩৩৭ (হাদিস-গ্রন্থসমূহের কোথাও আমরা হাদিসটি খুঁজে পাইনি। -অনুবাদক)

৪৮. আল-মুনতাখাব : ২০

৪৯. সুরা আল-কাহফ : ৪৯

প্রিয় ভাই আমার,

إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل *** خلوت ولكن قل علي رقيب
ولا تحسبن الله يغفل ساعة *** ولا أن ما تخفيه عنه يغيب
ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب *** وأن غدا للناظرين قريب

'যদি তুমি বছরের পর বছর একাকী থাকো, তবে মনে করো না, তুমি আসলেই একা। আল্লাহ তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন সব সময়, তিনি কখনো গাফিল হন না, কক্ষনো না। জগতের কোনো কিছুই তাঁর অগোচরে নেই। তুমি কি দেখছ না, দিন কেমন দ্রুত ফুরিয়ে যায় এবং দেখতে দেখতে আগামীকাল কীভাবে নিকটে চলে আসে?'

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় কিতাবে বলেন :

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

'তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফির হতে বলে। এরপর যখন সে কাফির হয়, তখন সে বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি।'[৫০]

বনি ইসরাইলের জনৈক আবিদের ঘটনা

মুফাসসিরগণ বলেন, 'এই আয়াতে বনি ইসরাইলের একজন আবিদের কথা বলা হয়েছে। সে একটি গির্জায় বসবাস করত। ইবাদত ও সাধনায় সে ছিল সুপরিচিত। তার দুআয় রোগীরা আরোগ্য লাভ করত। যখন কেউ অসুস্থ হয়ে যেত বা পাগল হয়ে যেত, তখন লোকেরা তাকে তার গির্জায় নিয়ে আসত, যেন সে দুআ করে এবং লোকটি আরোগ্য লাভ করে।

একদিন শহরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। মেয়েটি ছিল খুবই সুন্দরী। লোকেরা তাকে তার কাছে (চিকিৎসার জন্য) নিয়ে আসলো

৫০. সুরা আল-হাশর : ১৬

এবং তাকে সেখানে রেখে তারা চলে গেল। তখন গির্জায় কেবল সে আর ওই মেয়েটি ছিল। সে মেয়েটির প্রতি তাকাল এবং তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল। ফলে মেয়েটির সাথে সংগমে লিপ্ত হলো। এতে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে গেল। এরপর সেখানে সেই শয়তানের আগমন ঘটল, যে ইতিপূর্বে তাকে প্ররোচিত করে মেয়েটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়েছিল এবং কোনো সমস্যা না হওয়ার আশ্বাস দিয়েছিল। সে এসে বলল, "মেয়েটিকে হত্যা করে গির্জার একপাশে দাফন করে দাও। যখন মানুষ তার খোঁজে আসবে, তুমি বলবে, সে মরে গেছে। তাদের হৃদয়ে তোমার ব্যাপারে যে আস্থা রয়েছে, তাতে তোমার কথা মেনে নেবে। অন্যথায় লোকজন এসে তাকে গর্ভবতী দেখলে তুমি লাঞ্ছিত হবে এবং তোমাকে হত্যাও করতে পারে তারা।" আবিদ শয়তানের কথা মেনে নিল এবং মেয়েটিকে হত্যা করে দাফন করে ফেলল। যখন লোকজন আসলো, সে তাদের তার মৃত্যুর খবর দিল এবং বলল যে, তাকে দাফন করে ফেলা হয়েছে। লোকেরা তার কথা বিশ্বাস করে চলে গেল।

এরপর শয়তান মেয়েটির ভাইদের কাছে গিয়ে আবিদের কুকর্মের ব্যাপারে বলে দিল। আরও জানাল যে, আবিদ তাকে হত্যা করে ফেলেছে। সে তার কথার প্রমাণস্বরূপ তাকে গির্জার কোন জায়গায় দাফন করা হয়েছে, তা জানিয়ে দিল।

তারা আবিদের নিকট গেল এবং গির্জায় প্রবেশ করে সেই স্থানটি খুঁড়ে তাদের বোনকে বের করে আনল। তারা আবিদকে পাকড়াও করল এবং শূলে চড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। যখন তাকে শূলে চড়ানোর জন্য তোলা হলো, তখন তার কাছে শয়তান এসে বলল, "তুমি কি জানো যে, আমিও তোমার সাথে এসব করেছি এবং আমিই তোমাকে বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারি?" সে বলল, "তুমি আমাকে মুক্ত করো!" তখন শয়তান বলল, "একটি শর্তে তা করতে পারি। তা হলো, তুমি আমাকে একটি সিজদা করবে।" শয়তানের কথামতো আবিদ তাকে সিজদা করল এবং কাফির হয়ে গেল। কিন্তু শয়তান তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল আর বলল, "আমি তোমার থেকে মুক্ত।" অতঃপর তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করা হলো।'

এই আবিদ প্রথমে প্রতারিত হয়েছে ইবাদতের মাধ্যমে এবং শেষে প্রতারিত হয়েছে তার শত্রুর ষড়যন্ত্রে। অজ্ঞ আবিদদের অবস্থা এমনই হয়। তারা নিজেদের পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থেকে খুব বেশি নির্ভার থাকে।

এই আবিদের ধ্বংসের সূচনা হয়েছে দৃষ্টি থেকে, যাকে শয়তান তির হিসেবে ব্যবহার করেছে। সুতরাং কোনো জ্ঞানী ব্যক্তির নিজের ইবাদত ও জনগণের স্বীকৃতি দেখে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। সময়ের পরিবর্তনে সে নিজেকে দৃষ্টির ফিতনা থেকে নিরাপদ ভাবতে পারে না।

দৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়গুলো খুবই মন্দ ও ভয়াবহ। অনেক সময় এর কারণে জিনার মতো অশ্লীল কাজে লিপ্ত হতে হয়। আর তাই আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের প্রতি দয়াবশত এটি হারাম করেছেন। যাতে তারা সেই জঘন্য কাজে লিপ্ত না হয়, যার হদ তথা দণ্ডবিধির সাথে আল্লাহ তাআলা বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য যুক্ত করে দিয়েছেন। ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা জিনার জন্য যে হদ নির্ধারণ করেছেন, অন্যান্য হদের তুলনায় সেখানে ভিন্ন তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

এক. এখানে হত্যা করার পদ্ধতিটি খুবই ভয়াবহ (পাথর নিক্ষেপ করতে করতে হত্যা করা হয়)। অবিবাহিত জিনাকারীদের জন্য যে লঘু শাস্তি প্রণয়ন করা হয়েছে, তাও অনেক কঠিন। তাদের দেহের ওপর বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শারীরিক শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করে দেওয়ার মাধ্যমে মানসিক শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।[৫১]

দুই. আল্লাহ তাআলা ব্যভিচারকারীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে তাদের ওপর হদের বিধান কার্যকর করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহেই তাদের জন্য এই শাস্তির বিধান দিয়েছেন। তিনিই তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াকারী। কিন্তু তাঁর দয়া শাস্তির এই আদেশদানে প্রতিবন্ধক হয়নি। সুতরাং তোমাদের হৃদয়ে যে দয়ার উদয় হয়, তা যেন আল্লাহর বিধান কার্যকরে প্রতিবন্ধক না হয়।

---

৫১. অবিবাহিত জিনাকারীর শাস্তি একশ বেত্রাঘাতসহ হাদিস অনুযায়ী কতিপয় ফুকাহায়ে কিরামের মতে এক বছরের জন্য দেশান্তর করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। (অনুবাদক)

যদিও এই কথাটি সকল হদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, কিন্তু ব্যভিচারের ক্ষেত্রে অত্যধিক প্রয়োজনের কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, মানুষের হৃদয়ে চোর, অপবাদ আরোপকারী এবং মদপানকারীর প্রতি যতটা কঠোরতা ও রাগের উদ্রেক হয়, ব্যভিচারীর প্রতি ততটা কঠোরতা ও রাগের উদ্রেক হয় না। অন্যান্য অপরাধীর তুলনায় ব্যভিচারীদের প্রতি মানুষের হৃদয় কোমল হয়ে থাকে। বাস্তবতা এটাই প্রমাণ করে। আর এ কারণেই তাদের এই দয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে আল্লাহর বিধান কার্যকর করা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করা হয়েছে।

মানুষের মনে এই দয়ার কারণ হলো, এই অপরাধটি সম্মানিত, মধ্যম শ্রেণি ও নিম্নশ্রেণি—সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ থেকেই সংঘটিত হয়। আর মানুষের মনে এর প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে এবং অনেক মানুষই এর সাথে জড়িত থাকে। এসব ছাড়াও আরও একটি বড় কারণ হলো, ভালোবাসার ভালোবাসা। মানুষ কী এক অজ্ঞাত কারণে প্রেমিকদের সাহায্য করতে ভালোবাসে। অনেকে তো এটাকে পুণ্যের কাজ মনে করে; হোক তা অবৈধ ভালোবাসা।

আরও একটি কারণ হলো, সাধারণত এ অপরাধটি সংঘটিত হয় উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে। এখানে কোনো শত্রুতা, জুলুম বা জোর-জবরদস্তি ঘটে না যে, মানুষ এটিকে ঘৃণা করবে। তা ছাড়া মানুষের মনেও এই পাপের প্রতি প্রচুর চাহিদা রয়েছে। তাই তারা নিজেদের জন্যও এই অবস্থাটির কল্পনা করে। ফলে তাদের মনে এমন দয়ার উদ্রেক হয়, যা হদ কায়িমের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ সবই হলো দুর্বল ইমানের পরিচয়। পরিপূর্ণ ইমানের দাবি হলো, শাস্তিযোগ্য লোকটির প্রতি দয়াও থাকবে, আবার আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন করার শক্তি ও সদিচ্ছাও থাকবে। এভাবে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন ও দয়ার মাঝে সুষ্ঠু ভারসাম্য বজায় থাকে।

তিন. আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন যেন ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীর হদের বাস্তবায়ন জনসম্মুখে হয়। এমন নির্জনে হওয়া যাবে না, যেখানে কেউ তাদের দেখে না। এটাই হদ প্রয়োগের যৌক্তিকতা ও হিকমতের দাবি।[৫২]

---

৫২. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৭৬

কবি বলেন :

وأعقل الناس من لم يرتكب سببا *** حتى يفكر ما تجنى عواقبه

'বুদ্ধিমান তো সেই, যে কোনো কাজ করার পূর্বে ভেবে নেয়, তার ফলাফল ও পরিণতি কী হতে পারে।'

ওহাইব বিন ওয়ারদ রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলাকে সে পরিমাণ ভয় করো, যে পরিমাণ তিনি তোমার ওপর শক্তি রাখেন। তাঁকে সে পরিমাণ লজ্জা পাও, যে পরিমাণ তিনি তোমার নিকটে রয়েছেন।'

এক লোক তাকে বলল, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'তোমার ওপর আল্লাহর দৃষ্টিকে তুচ্ছভাবে নেওয়া থেকে আল্লাহকে ভয় করো।'

হে মুসলিম, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও সাধারণ জনগণকে ভয় পাও, কিন্তু আল্লাহকে ভয় পাও না! অথচ তিনি তোমার একাকী মুহূর্তের সকল বিষয় ও তোমার গোপনীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত। তোমার অজ্ঞতা ও বোকামি যেন এমন পর্যায়ে না পৌঁছায় যে, তুমি তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিকে হালকা মনে করতে শুরু করেছ।'

দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত

প্রিয় ভাই, কেউ কেউ মনে করে, দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা দোষের কিছু নয়। তাদের ধারণা, এটা প্রথম দৃষ্টির কারণে সৃষ্ট আগুনকে নিভিয়ে দেয়। নিম্নে সবিস্তারে তাদের কথার জবাব দেওয়া হলো।

ইবনুল কাইয়িম আল-জাওজিয়্যাহ রহ.-কে প্রশ্ন করা হলো :

'এক ব্যক্তির দৃষ্টি পড়ল কোনো মেয়ের ওপর। এতে তার অন্তরে মেয়েটির প্রতি ভালোলাগা জন্ম নিল। ক্রমেই এই ভালোলাগা বৃদ্ধি পেতে লাগল। তখন তার মন তাকে শোধাল, "এসব প্রথম দৃষ্টির কারণে হয়েছে। এখন তুমি যদি তার প্রতি আরেকবার দৃষ্টি দাও, তাহলে দেখতে পাবে যে, সে তেমন সুন্দরী নয়—যেমনটি তুমি প্রথম দেখায় মনে করেছিলে। ফলে তার প্রতি সৃষ্ট

ভালোলাগা চলে যাবে।" এমন অবস্থায় তার জন্য মেয়েটির প্রতি দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা বৈধ হবে কি না? এ সম্পর্কে আলিমদের অভিমত কী?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, দশটি কারণে এটা বৈধ নয় :

এক. আল্লাহ তাআলা দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর যা হারাম করেছেন, তাতে হৃদয়ের ওষুধ রাখেননি।

দুই. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অনাকাঙ্ক্ষিত দৃষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি জানতেন যে, এটি হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই এর প্রতিষেধক হিসেবে তিনি দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। পুনর্বার দৃষ্টি দেওয়ার আদেশ দেননি।

তিন. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, (অনিচ্ছাকৃত) প্রথম দৃষ্টিতে অসুবিধা নেই এবং দ্বিতীয়টির বৈধতা নেই। আর এটি অসম্ভব যে, যে কারণে রোগ সৃষ্টি হয়েছে, সে একই কারণ রোগের প্রতিষেধকও হবে।

চার. এটা স্পষ্ট যে, দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেওয়ার মাধ্যমে ব্যাধিটি আরও শক্তিশালী হয়, কমে না। অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়।

পাঁচ. অনেক সময় এটাও হতে পারে যে, প্রথম দৃষ্টির পরে মনে যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেওয়ার ফলে সেটা পূর্বের চেয়ে বেশি সুন্দর দেখায়। ফলে আজাব আরও বৃদ্ধি পায়।

ছয়. যখন কেউ দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেওয়ার ইচ্ছা করে, তখন শয়তান তার ঘাড়ে চেপে বসে এবং অসুন্দর জিনিসকেও তার চোখে সুন্দর করে দেখায়, যেন ফিতনাকে পরিপূর্ণতা দিতে পারে।

সাত. যখন সে আল্লাহ তাআলার আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে হারাম পন্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করবে, তখন এই বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সে আল্লাহর সাহায্য পাবে না; বরং সে সাহায্য না পাওয়ার উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।

আট. প্রথম দৃষ্টি শয়তানের তিরসমূহ থেকে বিষাক্ত একটি তির। আর এটি জানা কথা যে, দ্বিতীয় দৃষ্টিটি হবে আরও বিষাক্ত। তাহলে বিষ দিয়ে বিষের চিকিৎসা করা কীভাবে সম্ভব?

নয়. এমন অবস্থায় পতিত ব্যক্তি তার প্রিয় বস্তুকে ত্যাগ করবে আল্লাহর জন্য। কিন্তু এখানে দ্বিতীয় দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে দর্শনীয় বস্তুর অবস্থা স্পষ্ট করার জন্য। এখন যদি দ্বিতীয়বার দেখার পর সেটা অপছন্দ হয় এবং তা পরিত্যাগ করে, তখন এই পরিত্যাগ করাটা আল্লাহর জন্য হবে না; বরং নিজের স্বার্থের জন্য হবে।

দশ. একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হয় : মনে করুন, আপনি নতুন একটি ঘোড়ায় চড়লেন। অতঃপর সে আপনাকে নিয়ে সংকীর্ণ একটি গিরিপথের দিকে চলে গেল, যেখান থেকে বের হওয়ার পথ নেই। এখন ঘোড়াটি যদি গিরিপথে প্রবেশের চেষ্টা করে, তখন আপনি অবশ্যই তাকে বাধা দেবেন, যেন সে প্রবেশ না করে। আর যদি এক-দুই কদম ঢুকে যায়, তখন আপনার উচিত, তাকে যত দ্রুত সম্ভব ফিরিয়ে আনা। এটা আপনার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু আপনি যদি কালক্ষেপণ করেন, ফলে সে একদম ভেতরে ঢুকে পড়ে, তখন আপনি শত চেষ্টা করলেও সেখান থেকে বের হওয়া সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে কোনো জ্ঞানী এ কথা বলবে না যে, এক-দুই কদম যখন ঢুকে পড়েছে, তখন বের করার জন্য তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলো।

দৃষ্টির বিষয়টাও ঠিক এ রকম। প্রথম দৃষ্টির পর যখন মনে প্রভাব সৃষ্টি হয়, তখন যত দ্রুত সম্ভব দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে এবং পুনর্বার দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এটা সহজ। কিন্তু যদি বারবার দৃষ্টি দিতে থাকে, তখন দৃষ্টের সৌন্দর্য হৃদয়ে গেঁথে যায়। ফলে তা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হয়ে যায়। কারণ, একের পর এক দৃষ্টিপাত বৃষ্টির পানির ন্যায়, গাছপালা যার মাধ্যমে সিঞ্চিত হয়। এতে দৃষ্টির ভয়াবহতা বাড়তেই থাকে। একসময় হৃদয়টা নষ্ট হয়ে যায়। দৃষ্টি অবনত রাখার যে আদেশ তাকে করা হয়েছে, সে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমন ব্যক্তি বিভিন্ন অপ্রীতিকর কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে নিজেকে ধ্বংসের দুয়ারে ঠেলে দেয়।

আর এই ধ্বংসের কারণ হলো, সে প্রথম দৃষ্টিতে বেশ স্বাদ অনুভব করেছে এবং সেই স্বাদের আশায় দৃষ্টিপাতের বিষয়টিকে স্বাভাবিক মনে করে পুনরায় দৃষ্টি দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বারের দৃষ্টির ফল ছিল ধ্বংস। যদি সে প্রথমবারেই দৃষ্টি সংযত করে নিত, তবে বাকি জীবন নিরাপদ থাকত।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই বাণীটি নিয়ে চিন্তা করুন :

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ

"দৃষ্টি শয়তানের একটি বিষাক্ত তির।"[৫৩]

এই তিরের বৈশিষ্ট্য হলো, তা হৃদয়ে নিক্ষেপিত হয়ে তাতে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এখন আক্রান্ত ব্যক্তি দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে তা বের করে নিলে বেঁচে যাবে, অন্যথায় মৃত্যু অনিবার্য।

মারুজি বলেন, আমি আহমাদ রহ.-কে বললাম, "এক ব্যক্তির দৃষ্টি তার দাসীর ওপর পড়ল। এতে কি কোনো সমস্যা হবে?" তিনি বললেন, "আমি তার ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা করছি। কারণ, অনেক দৃষ্টি মানুষের মনকে বিপদে আক্রান্ত করেছে।"'[৫৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা নিজ কিতাবে দৃষ্টি সংযত রাখার আদেশ করেছেন। দৃষ্টি সংযত রাখা দুই প্রকার : ১. নারীদের থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা এবং ২. কামনা সৃষ্টি করে, এমন অঙ্গ থেকে দৃষ্টি সংযত রাখা। প্রথম প্রকারের চেয়ে দ্বিতীয় প্রকার বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

গাইরে মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টিপাতের বৈধ ক্ষেত্র

অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে গাইরে মাহরাম নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বৈধ। সেখান থেকে কয়েকটি অবস্থা এখানে তুলে ধরা হলো :

এক. যখন কেউ কোনো নারীকে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন তার জন্য সেই নারীর চেহারা, হাত এবং বিয়ের জন্য যতটুকু দেখা দরকার, তা দেখা

---

৫৩. আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি : ১০৩৬২

৫৪. আহকামুন নজর : ১০

জায়িজ। জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

'যখন তোমাদের কেউ কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় এবং তাকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করবে—এমন অঙ্গগুলো দেখা সম্ভব হয়, তবে সে যেন তা-ই করে।'[৫৫]

অর্থাৎ চেহারা ও কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত দেখা বৈধ। কিন্তু শর্ত হলো, সামনে আসার সময় সেই নারী পর্দাবৃতা হতে হবে। তার শরীরে দৃষ্টি বুলানো এবং সতরের কোনো অংশ দেখা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়।

দুই. দাসী কেনার ইচ্ছা করলে তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ বাদ দিয়ে বাকি সব দেখতে পারবে। ক্রয়ের উদ্দেশ্যে তার শরীরের বিভিন্ন বাঁকও দেখতে পারবে। তবে চোখের স্বাদ মেটানোর জন্য তাকানো বৈধ নয়। যদি দৃষ্টির স্বাদ উপভোগের ইচ্ছা করে এবং ক্রয়ের ইচ্ছা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করে, তবে সে তার রবের অবাধ্য ও মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হবে। ওই ব্যক্তির মতো, যে বুজুর্গি ও দুনিয়াবিমুখতার বেশ ধরে মেয়েদের প্রতি স্নেহ-মমতা করে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য হলো, মেয়েদের সঙ্গ উপভোগ করা। সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শরিয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন।

তিন. যেসব মামলা-মকদ্দমায় কোনো নারীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া বা তাকে চিনিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো প্রয়োজনে নারীর প্রতি সরাসরি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তখন সাক্ষ্য বা মামলার স্বার্থে মহিলার প্রতি নজর দেওয়া বৈধ। চোখের সুখ অনুভব করার উদ্দেশ্যে দেখা বৈধ নয়। কেউ যদি এই উদ্দেশ্যে তাকে দেখে, সে ফাসিক ও গুনাহগার হবে। অবশ্য এসব মামলা-মকদ্দমার ক্ষেত্রেও উত্তম হলো, নারীদের এমন ক্ষেত্রসমূহ থেকে রক্ষা করা, যেখানে তার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে।

---

৫৫. সুনানু আবি দাউদ : ২০৮২

যাতে তাদের সম্মান সুরক্ষিত থাকে এবং তারা নিজেরা ফিতনায় জড়িয়ে না পড়ে, আর তাদের কারণে অন্যরাও ফিতনায় জড়িয়ে না যায়।

উল্লিখিত প্রয়োজনসমূহের ভিত্তিতে যারা তাদের দিকে দৃষ্টি দেবে, তাদের জন্য দৃষ্টিকে শুধু প্রয়োজনীয় স্থানে সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক। উপভোগের দিকে ধাবিত করা বৈধ নয়। অন্যথায় সে হারামে লিপ্ত হবে এবং ফিতনায় আক্রান্ত হবে।

চার. ডাক্তারের জন্য নারীর চিকিৎসার সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় স্থানে তাকানো জায়িজ আছে। অনুরূপভাবে মেয়েদের খতনা করানোর উদ্দেশ্যে তাদের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানো জায়িজ।

অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রীর জন্য তার বোনের স্বামীর দিকে তাকানোর বিষয়টিকে হালকা মনে করে। বিশেষ করে যখন তারা একই ঘরে অবস্থান করে। অনেক সময় এরা নির্জনতাও গ্রহণ করে। অথচ এর সবকটিই শরিয়ত কর্তৃক হারাম ও নিষিদ্ধ। কোনো মাজহাবেই এর সুযোগ নেই।

উকবা বিন আমির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা নারীদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থেকো।' একজন আনসারি সাহাবি বললেন, 'স্বামীর ভাইয়ের ব্যাপারে আপনার কী মত?' তিনি বললেন, 'সে হলো মৃত্যু।' অন্য বর্ণনা মতে, 'সে হলো কবর।'

দেখো, আপন ভাইয়ের স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার ব্যাপারে কত কঠোর ধমক প্রদান করা হয়েছে এবং তাকে মৃত্যু ও কবরের সমতুল্য বলা হয়েছে।

দৃষ্টি ও দৃষ্টি পরবর্তী বিপদগুলো বন্ধ করার পদ্ধতি হলো, যার স্বামী ঘরে নেই, তার ঘরে প্রবেশ না করা। অন্য কোনো পুরুষ তো দূরের কথা, যার ওপর ওই নারীর বিভিন্ন বিষয় ও খরচপাতির দায়িত্ব আছে, সেও তার ঘরে প্রবেশ করবে না।[৫৬]

---

৫৬. আহকামুন নজর : ৩৮

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'যারা চলে গেছে, তাদের কুফরি নারীদের কারণেই ছিল এবং যারা রয়ে গেছে, তাদের কুফরিও নারীদের কারণে হবে।'[৫৭]

ইসলাম গাইরে মাহরামের প্রতি দৃষ্টি দেওয়াকে হারাম করার পাশাপাশি সেসব বিষয়কেও হারাম করেছে, যেসব বিষয় দৃষ্টি দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে। যদিও তা প্রশংসা করা বা সাদৃশ্য বর্ণনা করার মতো ছোট বিষয়ই হোক না কেন। কেননা, কোনো কোনো সময় চোখের আগে কান প্রেমে পড়ে যায়।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا

'কোনো নারী যেন তার দেখা অপর নারীর দৈহিক বিবরণ নিজ স্বামীর কাছে এমনভাবে না দেয়, যেন সে (স্বামী) তাকে (ওই নারীকে) চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছে।'[৫৮]

দেখো, একজন নারীকে অন্য কোনো অপরিচিত নারীর বর্ণনা নিজ স্বামীর কাছে দিতে বারণ করা হয়েছে। যাতে স্বামীর মনে সেই নারীর প্রতি আগ্রহ জন্ম না নেয়। কেননা, কারও বর্ণনা দেওয়া তাকে দেখার মতো হয়। এই নিষেধাজ্ঞা সতর্কতা এবং পরবর্তী হারাম কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে বাঁচানোর জন্য দেওয়া হয়েছে।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরাইরা রা. কর্তৃক বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই হাদিসের মতো ছোট গুনাহ-সম্পর্কিত আর কোনো হাদিস আমি দেখিনি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

---

৫৭. আহকামুন নজর : ১৫

৫৮. সহিহুল বুখারি : ৫২৪০

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বনি আদমের জন্য জিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের জিনা হলো তাকানো, জিহ্বার জিনা হলো কথা বলা। নফস কামনা করে আর যৌনাঙ্গ সেটা সত্য অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।'[৫৯]

এখানে গাইরে মাহরাম নারীর প্রতি তাকানোকে জিনা বা ব্যভিচারের নাম দেওয়া হয়েছে। তাদের সাথে কথা বলা এবং তাদের স্পর্শ করা প্রকৃত জিনারই অংশ, যা যৌনাঙ্গের জিনাকে সংঘটিত করে এবং দুনিয়াতে হদকে আবশ্যক করে এবং আখিরাতে জাহান্নামের আগুনের যোগ্য করে তোলে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেক হাদিসে বলেন :

إِنَّ النَّظْرَةَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ

'নিশ্চয় দৃষ্টি শয়তানের একটি বিষাক্ত তির।'[৬০]

এর অর্থ হলো, কোনো নারী পুরুষের প্রতি তাকানো এবং কোনো পুরুষ নারীর প্রতি তাকানো এমন এক তির, যা শত্রু হৃদয় ও আত্মাকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছে। বিষাক্ত তির যেমন লক্ষ্যবস্তুর বাইরের অংশকে আহত করে এবং ভেতরের অংশকে বিষক্রিয়ায় জর্জরিত করে দেয়, তেমনই দৃষ্টি মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতকে ধ্বংস করে দেয়।

দৃষ্টির পাশাপাশি আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকেও হিফাজত করতে হবে। এর পদ্ধতি হলো, সাওয়াবের আশা ব্যতীত কোনো কদম ফেলা যাবে না। যদি কদম ফেলার মাধ্যমে সাওয়াব না হয়ে উল্টো গুনাহ হয়, তবে কদম না ফেলে বসে থাকাটাই উত্তম। প্রতিটি বৈধ কাজের জন্য কদম ফেলা, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, সেখানেও সাওয়াবের আশা রয়েছে। তাই যেকোনো বৈধ কাজের জন্য কদম ফেলতে কোনো সমস্যা নেই।

যেহেতু স্খলন দুই প্রকার : পদস্খলন ও জবানের স্খলন। তাই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এই দুই অঙ্গকে একত্রে উল্লেখ করে বলেন :

---

৫৯. সহিহুল বুখারি : ৬২৪৩, সহিহু মুসলিম : ২৬৫৭
৬০. আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি : ১০৩৬২

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

'রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।'[৬১]

আল্লাহ তাআলা এখানে তাঁর প্রকৃত বান্দাদের জবান ও পায়ের দৃঢ়তার বর্ণনা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে তিনি মানুষের চোখ ও মনের কল্পনাকেও একত্রে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

'তিনি চোখের গোপন চাহনি এবং মনের অপ্রকাশিত কল্পনা সম্পর্কে অবগত।'[৬২]

ইবনে সাম্মাক রহ. তার কোনো এক ভাইকে উপদেশ দিতে গিয়ে লেখেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছি, যিনি তোমার গোপন বিষয়সমূহের ব্যাপারে অবহিত এবং প্রকাশ্য বিষয়গুলোর পর্যবেক্ষক। সুতরাং দিবারাত্রি সব সময় অন্তরে তাঁর স্মরণ রেখো। আল্লাহকে সে পরিমাণ ভয় করো, যে পরিমাণ তিনি তোমার নিকটে রয়েছেন এবং তোমার ওপর ক্ষমতা রাখেন। আর মনে রেখো, তুমি তাঁর রাজ্য থেকে বের হয়ে অন্য কারও রাজ্যে চলে যেতে পারবে না এবং তাঁর অধীন থাকা থেকে বের হয়ে অন্য কারও অধীন হতে পারবে না। সুতরাং তাঁকে খুব বেশি ভয় করো।[৬৩]

হে যুবক, মনের কল্পনা প্রতিরোধ করো, অন্যথায় তা চিন্তাভাবনায় পরিণত হবে। আর চিন্তাভাবনা প্রতিরোধ করো, অন্যথায় তা কামনা-বাসনায় পরিণত হবে। কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যদি তা না করো, তবে তা দৃঢ় ও বদ্ধমূল হয়ে যাবে। আর যদি এটি প্রতিরোধ না করো, তবে তা বাস্তব কর্মে

৬১. সুরা আল-ফুরকান : ৬৩
৬২. সুরা গাফির : ১৯
৬৩. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৬১

পরিণত হবে। আর কর্ম হয়ে গেলে যদি বিপরীত জিনিসের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ না করো, তবে তা অভ্যাসে পরিণত হবে। আর এ থেকে সরে আসা তোমার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে।[৬৪]

আর ভুলে যেও না, এসবই তোমার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে, যা অচিরেই তোমার জন্য উন্মোচন করা হবে এবং কিয়ামতের দিন তুমি তা দেখতে পাবে। যদি ভালো হয়, তবে তো ভালোই, আর যদি মন্দ হয়, তবে আর রক্ষা নেই।

نموت ونبلى غير أن ذنوبنا *** إذا نحن متنا لا تموت ولا تبلى

'আমরা মরে যাব, জীর্ণশীর্ণ হয়ে যাব। কিন্তু আমাদের মৃত্যুর পরও আমাদের গুনাহসমূহ অক্ষত থাকবে, মরে যাবে না।'[৬৫]

আল্লাহভীতির তিনটি স্তর

প্রিয় ভাই, তাকওয়া বা আল্লাহভীতির তিনটি স্তর রয়েছে :

এক. হৃদয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ ও হারাম থেকে রক্ষা করা।

দুই. এগুলোকে মাকরুহাত তথা অপছন্দনীয় কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করা।

তিন. অনর্থক ও অতিরিক্ত কার্যক্রম থেকে বাঁচা।

প্রথমটি বান্দাকে তার জীবন দান করে, দ্বিতীয়টি তার শক্তি ও সুস্থতা বজায় রাখে এবং তৃতীয়টি তার আনন্দ, প্রফুল্লতা ও উজ্জ্বলতা ধরে রাখে।[৬৬]

জেনে রাখো, ভালোর দরজা যেমন উন্মুক্ত, তেমনই মন্দের দরজাও উন্মুক্ত। সুতরাং কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সাধনা করো এবং হৃদয়কে এমন শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করো, যেন তোমার সকল বিষয় সুসম্পন্ন হয়, অবস্থা পরিশুদ্ধ হয় এবং তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারো।

---

৬৪. আল-ফাওয়ায়িদ : ৪৬

৬৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/২৬৩

৬৬. আল-ফাওয়ায়িদ : ৪৬

আল্লাহ তাআলা যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে জান্নাতের উপহারগুলো কষ্টের মাধ্যমে অর্জন করে। আর যাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সে জাহান্নামের উপহারগুলো অর্জন করে কামনা-বাসনা পূরণ করার মাধ্যমে।[৬৭]

হে যুবক, নিচের উপদেশটি ভালোভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নাও এবং তদনুযায়ী আমল করো। অচিরেই তুমি তার কল্যাণ ও উপকারিতা দেখতে পাবে।

আবু রওহ রহ. আনাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যখন তোমার পাশ দিয়ে কোনো নারী অতিক্রম করে, তখন সে অতিক্রম করে চলে যাওয়া পর্যন্ত তোমার চক্ষু বন্ধ করে রাখো।'[৬৮]

তোমার এমন কী ক্ষতি হবে, যদি তুমি নিজের চক্ষু বন্ধ রাখো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করে নিষিদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তা ফিরিয়ে নাও? বরং এ তো দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দেওয়া এবং তার পরিণামে কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ ও শাস্তির সম্মুখীন হওয়া থেকে অনেক সহজ।

দৃষ্টি সংযত রাখার উপকারিতা

এক. দৃষ্টি সংযত রাখলে হৃদয় অনুতাপের ব্যথা থেকে মুক্ত থাকে। কারণ, যারা যত্রতত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তাদের আফসোস ও অনুতাপ বেশি হয়। দৃষ্টিকে লাগামহীন ছেড়ে দেওয়াটা তার মনের জন্য অনেক ক্ষতিকর। কেননা, এর ফলে সে এমন কাউকে দেখতে পায়, যাকে পেতে হৃদয় মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু তার নিকট পৌঁছার শক্তি তার নেই। ফলে সে অধৈর্য ও বিরহের ব্যথায় কষ্ট পায়।

দুই. দৃষ্টি সংযত রাখলে হৃদয় থেকে একটি নুর সৃষ্টি হয়, যার ছাপ চোখ, চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ফুটে ওঠে। যেভাবে দৃষ্টি সংযত না রাখলে চেহারা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অন্ধকার ছেয়ে যায়।

---

৬৭. আল-ফাওয়ায়িদ : ৪৬

৬৮. আল-ওয়ারা লি ইবনি আবিদ্দুনিয়া : ৬৬

তিন. এর ফলে অন্তর্দৃষ্টি ভালো হয়। কারণ, অন্তর্দৃষ্টি একটি আলো। আর যখন কলব আলোকিত হয়, তখন অন্তর্দৃষ্টি ভালো হবে।

চার. দৃষ্টি সংযত রাখলে ইলমের পথ খুলে যায় এবং বান্দার জন্য ইলমের উপকরণ সহজ হয়ে যায়। কলবের সেই নুরের কারণেই এসব হয়ে থাকে।

পাঁচ. দৃষ্টি সংযত রাখলে হৃদয়ে শক্তি, দৃঢ়তা ও সাহসিকতা তৈরি হয়।

ছয়. এর ফলে হৃদয়ে আনন্দ, প্রফুল্লতা ও প্রশস্ততা অর্জিত হয়, যা দৃষ্টির গুনাহের মাধ্যমে অর্জিত স্বাদ ও আনন্দের চেয়ে অনেক বেশি। এই আনন্দ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয় অর্জন করতে পারা এবং আল্লাহর জন্য প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারার আনন্দ। মন্দ কাজের প্ররোচনা দানকারী প্রবৃত্তির আনুগত্য করলেও এক ধরনের আনন্দ পাওয়া যায়। তবে আল্লাহর জন্য তাকে দমন করতে পারার আনন্দ তার চাইতে অনেক গুণ বেশি।

সাত. এর ফলে অন্তর কামনা-বাসনার বন্দিত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে। কেননা, প্রকৃত বন্দী তো সেই, যে নিজের কামনা-বাসনার কাছে বন্দী।

আট. এর মাধ্যমে জাহান্নামের দরজাসমূহের মধ্য থেকে একটি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তা হচ্ছে দৃষ্টি। কারণ, দৃষ্টি হলো কামনা-বাসনার দরজা, যা নিষিদ্ধ কর্মের পথ দেখিয়ে দেয়। আর আল্লাহর শরিয়ত হলো সেই দরজার দারোয়ান, যা তাকে নিষিদ্ধ কর্ম পর্যন্ত যেতে বাধা দেয়। যখন কেউ এই বাধাদানকারীকে উপেক্ষা করে সামনে এগিয়ে যায়, তখন সে নিষিদ্ধ কর্ম পর্যন্ত বাধাহীনভাবে পৌঁছে যায়।

নয়. দৃষ্টি সংযত রাখার ফলে বিবেক-বুদ্ধি বাড়ে এবং তা শক্তিশালী হয়। কারণ, দৃষ্টিকে লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিলে বিবেক-বুদ্ধি দুর্বল হয়ে যায় এবং স্বভাব-চরিত্রে হঠকারিতা বৃদ্ধি পায়। এমন ব্যক্তি শেষ পরিণাম নিয়ে ভাবে না। কেননা, বিবেক-বুদ্ধির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, শেষ পরিণামের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করা। এখন লাগামহীনভাবে দৃষ্টি ছেড়ে দেওয়ার ফলে যার বিবেক-বুদ্ধি দুর্বল হয়ে পড়েছে, সে কী করে শেষ পরিণামের ব্যাপারে চিন্তা-ফিকির করবে?

দশ. এর ফলে হৃদয় কামনা-বাসনার মাদকতা এবং গাফিলতির বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পায়। কারণ, মুক্ত দৃষ্টি মানুষকে আল্লাহ তাআলা ও আখিরাতের ব্যাপারে গাফিল করে দেয় এবং প্রেমাসক্ত করে তোলে।

দৃষ্টি হলো মদভর্তি পেয়ালা আর প্রেমাসক্তি হলো সেই মদের নেশা। প্রেমাসক্তির নেশা মদের নেশার চেয়েও ভয়ংকর। কারণ, মদের নেশা নির্দিষ্ট সময়ের পর আর থাকে না, কিন্তু প্রেমাসক্তির নেশা খুব কম মানুষ থেকে কেটে যায়। এমনকি একসময় তা মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেয়।

দৃষ্টি সংযত রাখার উপকারিতা এবং মুক্ত রাখার অপকারিতা আরও অনেক রয়েছে। ছোট্ট পরিসরে সবগুলো তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে যা তুলে ধরা হয়েছে, তা-ই সতর্ক হওয়ার যথেষ্ট।[৬৯]

হে যুবক, যথাসময়ে দ্রুত বিয়ে করা দৃষ্টি সংযত রাখতে সাহায্য করে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

> يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
>
> 'হে যুবসমাজ, তোমাদের মাঝে যার সক্ষমতা আছে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ, বিয়ে দৃষ্টিকে অধিক সংযতকারী এবং যৌনাঙ্গের উত্তম হিফাজতকারী।'[৭০]

উমর রা. বলেন, 'বিয়ের জন্য প্রতিবন্ধক শুধু অক্ষমতা অথবা পাপাচার।'[৭১]

ইবনে মাসউদ রা. বলতেন, 'আমার জীবনের যদি দশটি দিনও বাকি থাকে, তবুও আমি বিয়ে করা পছন্দ করব। যাতে আমাকে অবিবাহিত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে না হয়।'[৭২]

---

৬৯. আহকামুন নজর : ১৭
৭০. সহিহুল বুখারি : ৫০৬৫, সহিহু মুসলিম : ১৪০০
৭১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/২৬
৭২. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/২৬

আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বিয়ের জন্য একজন কানা (যার এক চোখ নেই) মহিলাকে তার বোনের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন, অথচ তার বোন খুব রূপবতী ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'দুজনের মধ্যে কে বেশি জ্ঞানী।' বলা হলো, 'কানা মহিলাটি।' তখন তিনি বললেন, 'তার সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো।'[৭৩]

চিন্তা করে দেখো, স্ত্রী গ্রহণে সালাফের দৃষ্টিভঙ্গি কত মহান ছিল! এই দুনিয়া হলো আমল ও মেহনতের জায়গা। আর আমাদের সালাফ ছিলেন এমনই মহান ব্যক্তি, যারা দুনিয়া ও দুনিয়ার ফিতনার উর্ধ্বে ছিলেন। তাদের লক্ষ্য ছিল সেই জান্নাত, যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান।

শুমাইত বিন আজলান রহ. বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে জান্নাতের স্ত্রী লাভের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে অবশ ও কুশ্রী স্ত্রীকে নিয়ে সারা জীবন পার করে দিয়েছে।'[৭৪]

ইবনে তাউস রহ. বলেন, 'আমি আমার বাবাকে বললাম, "আমি অমুক মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।" তিনি বললেন, "তুমি গিয়ে তাকে দেখে এসো।"' ইবনে তাউস বলেন, 'তখন আমি আমার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরিধান করলাম এবং মাথা ধুয়ে তেল মাখলাম।' আমার এই অবস্থা দেখে বাবা বললেন, "থামো! ওখানে যেয়ো না।"'

ছেলেকে বাধা দেওয়ার কারণ হলো, ছেলে যখন সাজসজ্জায় সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে, তখন পিতা ছেলে এবং ওই মেয়ের ব্যাপারে ফিতনার আশঙ্কা করলেন।

মালিক বিন দিনার রহ. বলতেন, 'তোমাদের অনেকেই এতিম মেয়েকে বিয়ে করে না; অথচ এতিম মেয়ে বিয়ে করলে সাওয়াব অর্জিত হয় এবং সে পানাহার ও পোশাক-আশাকের ব্যাপারে অল্পে তুষ্ট হয়ে যায়। বরং তারা বিয়ে করে অমুক ও অমুকের মেয়েকে। পরিণামে সেই মেয়েগুলো তাদের ওপর চাহিদার বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং বলে, "আমার জন্য এমন এমন কাপড় এনে দাও।"'[৭৫]

---

৭৩. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/৪৪
৭৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/৪৪
৭৫. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/৪৪

এ ছিল ইসলামি বিয়ের ব্যাপারে সালাফের দৃষ্টিভঙ্গি। তাদের নিকট বিয়ে ছিল ভালোবাসা, দয়া ও প্রশান্তি। শুধু তা-ই নয়, তাদের কাছে এসবের পূর্বেও বিয়ে হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (নির্দেশিত) পছন্দনীয় একটি ইবাদত। এতে রয়েছে মুসলমান মেয়েদের সতীত্বের হিফাজত, উত্তম জীবনযাপন, ব্যয়, দান, আত্মীয়তা-রক্ষা এবং বংশ বিস্তার করা—যারা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে, তাঁর একত্ববাদ স্বীকার করবে এবং তাঁর দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে জিহাদ করবে। এ ছাড়াও এতে রয়েছে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী প্রভূত কল্যাণ ও প্রতিদান।

উবাইদুল্লাহ বিন আব্দুল্লাহ বিন তাহির রহ. বলেন :

لِكُلِّ أَبِي بِنْتٍ يُرَاعِي شُئُونَهَا *** ثَلَاثَةُ أَصْهَارٍ إِذَا حُمِدَ الصِّهْرُ

فَبَعْلٌ يُرَاعِيهَا وَخِدْرٌ يُكِنُّهَا *** وَقَبْرٌ يُوَارِيهَا وَأَفْضَلُهَا الْقَبْرُ

'মেয়ের যত্ন নেওয়া প্রতিটি মেয়ের পিতার জন্য তিন জন জামাতা রয়েছে। ১. স্বামী, যে তার যত্ন নেয়। ২. অন্দরমহল, যা তাকে আড়াল করে রাখে। ৩. কবর, যা তাকে গোপন করে রাখে। আর সবচেয়ে উত্তম হলো কবর।'[৭৬]

আসমা বিনতে আবু বকর সিদ্দিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমাকে জুবাইর রা. বিয়ে করলেন। তখন ঘোড়া ও একটি পানিবাহী উট ব্যতীত দুনিয়াতে তাঁর না ছিল কোনো সম্পদ আর না ছিল কোনো গোলাম বা অন্য কোনো বস্তু। আমি তাঁর ঘোড়ার ঘাসের ব্যবস্থা করতাম এবং তাঁর খরচার ব্যাপারেও আমি যথেষ্ট ছিলাম। মোটকথা, আমিই ঘোড়াটি পরিচালনা করতাম। আমি তাঁর উটের জন্য শস্য গুড়া করতাম, ঘাসের ব্যবস্থা করতাম এবং পানি পান করাতাম। তাঁর চোখের ফোড়া গালতাম। আর আমি দুই-তৃতীয়াংশ ফারসাখ দূর থেকে আমার মাথার ওপর করে ফলের বিচি বহন করে আনতাম। এরপর আবু বকর রা. আমাকে একটি বাঁদি দিলেন। সে ঘোড়ার দেখাশোনার ব্যাপারে আমার জন্য যথেষ্ট হলো। কেমন যেন সে আমাকে আজাদ করল।'[৭৭]

---

৭৬. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ১৬২

৭৭. সহিহুল বুখারি : ৫২২৪, সহিহু মুসলিম : ২১৮২

আবু হাশিম জাহিদ রহ. বলেন, 'নিজের মাঝে শিষ্টাচার থাকাই হলো, পরিবারকে শিষ্টাচার শেখানো।'[৭৮]

কেননা, যার চরিত্র উত্তম ও কর্ম সুন্দর, তা তার আচার-ব্যবহার ও পারিবারিক কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়। তখন তাকে দেখে তার স্ত্রী-সন্তানদের মাঝেও সেসব উত্তম চরিত্র ধীরে ধীরে জায়গা করে নেয়।

সুন্দর ও উত্তম চরিত্র-সংবলিত পারিবারিক জীবনে প্রত্যেক সদস্যের মাঝে উত্তম চরিত্রের আলো থাকে, যার সাহায্যে তারা একে অপরকে সহযোগিতা করে এবং আখিরাতের সফলতার পথ দেখায়। পদস্খলন থেকে রক্ষা করে এবং ছোটখাটো ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেয়।

আমর বিন আস রা. বলেন, 'আমার কাপড় আমার পুরো শরীরে কুলুচ্ছে না বলে আমি বিরক্ত হই না। আমার স্ত্রীর সাথে বনিবনা হচ্ছে না বলে আমি বিরক্ত হই না। তদ্রূপ আমার বাহন আমাকে বহন করছে না বলে আমি বিরক্ত হই না। চরিত্রহীন লোকেরাই আমার বিরক্তির কারণ।'[৭৯]

এখানে ইসলামের প্রাথমিক যুগের কিছু ঘটনা তুলে ধরছি, যেগুলো তোমাকে কয়েক শতাব্দী পেছনে নিয়ে যাবে আর তুমি দেখতে পাবে, আমাদের পিতৃপুরুষদের অবস্থা কেমন ছিল, যারা নিজেদের ইমান ও আমলের মাধ্যমে এই উম্মাহর গৌরবগাথা রচনা করেছিলেন।

মালিক বিন দিনার রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমর রা. শামে আগমন করলেন। অতঃপর তিনি সেখানকার শহরসমূহ পরিদর্শন করতে লাগলেন। সে ধারাবাহিকতায় একদিন তিনি হিমস শহরে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সেখানকার দরিদ্র লোকদের একটি তালিকা করতে আদেশ করলেন। তাঁর কাছে তালিকা হস্তান্তর করা হলে তিনি সেখানে হিমসের আমির সাইদ বিন আমির বিন হাজিমের নাম দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, 'এই সাইদ বিন আমির কে?' তারা বলল, 'তিনি আমাদের আমির।' তিনি বললেন, 'তোমাদের আমির?' তারা বলল, 'জি।' এতে উমর রা. আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন,

---

৭৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৩০৬
৭৯. আস-সিয়ার : ৩/৫৭

'তোমাদের আমির দরিদ্র হয় কী করে? তাঁর জন্য বরাদ্দ বেতন-ভাতা কোথায় তাহলে?' তারা বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, তিনি নিজের জন্য কিছুই রাখেন না।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন উমর রা. কেঁদে দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁকে এক হাজার দিনার দেওয়ার ইচ্ছে করলেন। তারপর সেগুলো একটি থলেতে ভরে তাঁর কাছে এক হাজার দিনার প্রেরণ করলেন এবং বললেন, 'তাঁকে আমার সালাম জানাবে আর বলবে, "এগুলো আমিরুল মুমিনিন আপনার জন্য পাঠিয়েছেন, যাতে আপনি নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারেন।"'

বর্ণনাকারী বলেন, 'দূত সেগুলো নিয়ে সাইদ বিন আমিরের কাছে আসলে তিনি থলেটির প্রতি তাকিয়ে দেখলেন, এতে অনেকগুলো দিনার রয়েছে। তা দেখে তিনি ইন্নালিল্লাহ পড়তে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী এসে বললেন, "আপনার কী হয়েছে? আমিরুল মুমিনিন কি মারা গেছেন?" তিনি বললেন, "এর চেয়েও মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে।" স্ত্রী বললেন, "কী হয়েছে তাহলে আপনার?" তিনি বললেন, "দুনিয়া ফিতনা হয়ে আমার কাছে আগমন করেছে।" স্ত্রী বললেন, "তাহলে আপনি দুনিয়ার ব্যাপারে যা ইচ্ছা, তা-ই করুন।" তিনি বললেন, "তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে?" স্ত্রী বললেন, "অবশ্যই।" অতঃপর তিনি স্ত্রীর কাপড়ের একটি টুকরা দিয়ে দিনারগুলো ভালোভাবে বাঁধলেন। এরপর তা একটি ব্যাগে ভরে একটি মুসলিম সৈন্যদলের কাছে গিয়ে সবগুলো তাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। তখন স্ত্রী তাঁকে বললেন, "আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আমাদের জন্য যদি কিছু রাখতেন, তা আমাদের উপকারে আসত।" তিনি বললেন, "আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "যদি জান্নাতের কোনো রমণী পৃথিবীর দিকে উঁকি মেরে তাকায়, তবে পৃথিবী তার মিশকের সুগন্ধে ভরে যাবে।"[৮০] আর আল্লাহর শপথ, আমি সে রমণীদের ওপর তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না।" এরপর স্ত্রী চুপ হয়ে গেলেন।'

প্রিয় ভাই, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু ইনসাফের ক্ষেত্রে সালাফের অবস্থাটা কেমন ছিল? তারা কীভাবে ইনসাফ

---

৮০. সাইদ বিন আমির রা.-এর সূত্রে বাজ্জার রহ. বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারি রহ. আনাস রা.-এর সূত্রে হাদিসটি (হা. নং : ৬৫৬৮) বর্ণনা করেছেন। তার ইবারত নিম্নরূপ :

وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا

বজায় রেখেছেন এবং তা প্রতিষ্ঠা করেছেন? নিচে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা তুলে ধরা হলো। বিস্ময়কর এসব ঘটনা তাদের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটত। কিন্তু বর্তমান সময়ে ঘটে তার ঠিক উল্টো। এখন মানুষ একাধিক স্ত্রীর মাঝে সমতাবিধান করে না। একজনকে খুব ভালোবাসে, তো আরেকজনের প্রতি চরম অবিচার করে।

মুআজ বিন জাবাল রা.-এর দুজন স্ত্রী ছিলেন। তিনি যখন এক স্ত্রীর ঘরে থাকতেন, অপর স্ত্রীর ঘরের পানিও পান করতেন না।[৮১_৮২]

মহামারি ছড়িয়ে পড়লে তাঁর উভয় স্ত্রী একই দিনে ইনতিকাল করলেন। এই মহামারিতে প্রচুর লোক মারা যাওয়ায় প্রত্যেকেই নিজেদের লোকদের কবর খননে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তখন তিনিই উভয় স্ত্রীর দাফনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু পূর্ণ ইসনাফের কারণে কবরে প্রথমে কাকে রাখবেন, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলেন।

অবশ্য স্ত্রীদের মাঝে যতই ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা হোক না কেন, তাদের পক্ষ থেকে কষ্ট পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে সবর করতে হবে। সবরের মাধ্যমেই অবস্থার যথাযথ সংশোধন হয়। উমর রা.-এর স্ত্রী তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি করলে তিনি বললেন, 'নির্বোধ মেয়ে! তুমি আমার সাথে কথা কাটাকাটি করছ?' তখন স্ত্রী বললেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণও তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি করেন; অথচ তিনি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'[৮৩]

হে প্রিয়, মনে রেখো, স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাটাই উত্তম চরিত্র নয়; বরং উত্তম চরিত্র হলো, তার পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টের ওপর সবর করা এবং রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। এটাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রকৃত অনুসরণ। তাঁর স্ত্রীগণ অনেক সময় তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি করতেন। এমনকি তাদের একজন তাঁর সাথে পুরো একদিন কথা না বলে থেকেছেন।[৮৪]

---

৮১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/২৩৪

৮২. অবশ্য এই যুগেও আমি এমন একজনকে জানি, যিনি তার স্ত্রীদের সাথে ঠিক এমনই আচরণ করেন। –লেখক

৮৩. সহিহ মুসলিমে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসের একাংশের ভাবার্থ। হাদিস নং : ১৪৭৯ (ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত)

৮৪. মুকাশাফাতুল কুলুব : ৩৯৩

এটাই সালাফের দাম্পত্য জীবনের সুখের রহস্য। তারা মুমিন নারীদের অধিকার ও হক যথাযথরূপে আদায় করেছেন। পরিণামে তারা এর সুফলও ভোগ করেছেন। এরা এমনই মহান পুরুষ ছিলেন, যাদের হৃদয়জুড়ে ইমান ছেয়ে ছিল এবং ইমানি শিক্ষায় তারা ছিলেন সজ্জিত। তাদের চরিত্র ছিল ইমানি শিষ্টাচারে পরিপূর্ণ। কারণ, তারা আল্লাহ তাআলার এই আদেশের আজ্ঞাবহ ছিলেন—

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

'আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না।'[৮৫]

কোনো এক সালাফের ব্যাপারে বর্ণিত যে, তিনি নিজ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। তখন তাকে বলা হলো, 'কোন বিষয় আপনাকে আপনার স্ত্রীর প্রতি সন্দিহান করে তুলেছে (যে, তাকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করলেন)? তিনি বললেন, 'কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে না (তাই আমি সে কারণ বলতে পারব না)।' যখন তিনি তালাক দিয়ে দিলেন, তখন তাকে বলা হলো, 'আপনি কেন তাকে তালাক দিলেন?' তিনি বললেন, 'অন্যজনের স্ত্রীর ব্যাপারে কথা বলার আমি কে?'[৮৬]

সুবহানাল্লাহ, তাদের ইমান কতই না দৃঢ় ছিল! তাদের ভেতরটা কী নিষ্কলুষ ছিল! তাদের জবান কত সংযত ছিল!

ঘটনাটি বর্তমান সময়ের সাথে মেলালে বর্তমান যুগে তালাকের আগে-পরে স্ত্রীদের প্রতি কীরূপ অবিচার করা হয় এবং তাদের কেমন কষ্ট দেওয়া হয়, তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। সালাফের সাথে আমাদের আকাশ-পাতাল পার্থক্যটাও প্রকট হয়ে দেখা দেবে।

প্রিয় ভাই, সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতার মূল্য বোঝে না, যেমন স্বাধীন ব্যক্তি বন্দী হওয়ার পূর্বে স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে পারে না।

---

৮৫. সুরা আল-বাকারা : ২৩৭
৮৬. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/৬৪

বর্তমান সময়ে মানুষের মাঝে একটি অদ্ভুত বিষয় দেখা যায়। তা হলো, একজন নারীর সাথে সে সংসার করছে। কিন্তু সে নারীর কোনো দোষ না থাকা সত্ত্বেও তার মনে ওই নারীর প্রতি ভালোবাসা নেই। তাকে নিয়ে আনন্দ পায় না। এর কারণ দুটি :

এক. মেয়েটি মাত্রাতিরিক্ত সুন্দরী নয়।

দুই. প্রত্যেক মালিকানাধীন ও অধীনস্থ বিষয়কে অপছন্দ লাগে। আর প্রবৃত্তি সেই বস্তুকেই তালাশ করে, যাকে অর্জন করতে সে সমর্থ নয়।

এ ধরনের ব্যক্তি নিজের কাছে যা আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না। অন্য কোনো প্রিয় বস্তু পাওয়ার জন্য আগ্রহী থাকে। অনুরূপভাবে নিজের বৈধ স্ত্রীকে বাদ নিয়ে অন্য নারীর প্রতি তার মন দৌড়াতে থাকে। সে বুঝতে পারে না, এর কারণে সে এমন এক বন্দিদশায় আটকা পড়ে যাচ্ছে, যেখানে ইলম অর্জন করা এবং আখিরাতের আমল করার স্বাধীনতা তার থাকবে না। এভাবে সে তার পছন্দনীয় বস্তুর হাতে বন্দী হয়ে যায়। তার সকল চিন্তা-ফিকির তাকে ঘিরেই প্রদক্ষিণ করে।

সুতরাং এমন স্বাধীন ব্যক্তির জন্যই আমার আশ্চর্য হয়, যে স্বাধীনতার ওপর বন্দিত্বকে অগ্রাধিকার দেয়। এমন ব্যক্তির জন্যও আমার আশ্চর্য লাগে, যে আরামের ওপর ক্লান্তিকে প্রাধান্য দেয়।

এখন এই দ্বিতীয় নারীকে যদি তার সুরক্ষা দিতে হয়, তখন তার স্থিরতা ও মানসিক শান্তি উধাও হয়ে যায়। আর যদি মেয়েটি এমন বেপর্দা হয় যে, যার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায় না, তখন সে পুরুষের জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ধ্বংস।

ফলে এই ব্যক্তি ঘুমিয়েও ঘুমের স্বাদ অনুভব করতে পারে না। আর যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন কাজের মধ্যে স্থিরতা ও মনোযোগ ব্যাহত হয়। তারপর মেয়েটি যদি তার সাধ্যের বাইরে খোরপোশ দাবি করে, তখন অনেক সময় তার মাঝে অবৈধ উপায়ে উপার্জনের ইচ্ছা চলে আসতে পারে। আর যদি মেয়েটি খুব বেশি সংগম-আগ্রহী হয়, এদিকে সে এক বছর যাবৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকে, তখন মহাবিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি মেয়েটি সংগম

করাকে অপছন্দ করে, তখন তাকে নিজের কাছে রাখা মানে নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেওয়া।

সুতরাং যার কাছে স্ত্রী আছে এবং তার তেমন কোনো দোষ নেই, সে যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং মনের চাহিদা ও আশা থেকে বিমুখ থাকে। কেননা, এই চাহিদার কোনো অন্ত নেই।

একটি আশা পূর্ণ হলে নতুন আশা দানা বাঁধবে। সেটি পূর্ণ হলে তৃতীয় আরেকটির চাহিদা সৃষ্টি হবে। কিছুদিন পর তৃতীয়টির প্রতি বিরক্তি চলে আসবে। ফলে চতুর্থ আরেকটি তালাশ করবে। এভাবে চলতে থাকবে। এভাবে তার মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা প্রবৃত্তির হাতে বন্দী হয়ে যাবে। ফলে সে একজন চৈতন্যহীন নির্বিকার মানুষে পরিণত হবে।

আবার তার প্রেমাস্পদের চাহিদা পূরণ করতে গিয়েও অনেক সময় ব্যর্থ হতে হয়। এতে সম্পর্ক ভেঙে যায়। ফলে বেঁচে থাকলে আজীবন মনঃকষ্ট নিয়ে বাঁচতে হয়। অথবা কষ্ট সইতে না পেরে আকস্মিক মৃত্যু ঘটে যেতে পারে।

তাই তো বলি, এ ধরনের ভালোবাসার মানুষ কতজন তার দ্বীনকে রক্ষা করতে পারে? আর কতজন তাকে নিয়ে পরিতুষ্ট হতে পারে? এর সংখ্যা লাল গন্ধকের চেয়েও অনেক কম।

সুতরাং কেবল গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় অর্জনে মনোযোগ দাও। প্রবৃত্তির চাহিদা ও মনের আশার দিকে ফিরেও তাকিয়ো না। তবেই তুমি নিরাপদ থাকবে।[৮৭]

এক লোক ইবনুল জাওজি রহ.-এর কাছে স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ থাকার অভিযোগ করল। অতঃপর সে বলল, 'আমি তাকে কয়েকটি কারণে ছাড়তে পারছি না। তার একটি কারণ হলো, আমি তার কাছে অনেক ঋণী। কিন্তু এদিকে আমার ধৈর্যশক্তি খুবই দুর্বল। ফলে আমি জবানকে তার প্রতি অভিযোগ করা থেকে বাঁচাতে পারি না। এমন অনেক কথা বের হয়ে যায়, যাতে তার প্রতি আমার বিদ্বেষ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

---

৮৭. সাইদুল খাতির : ৪৯৮

ইবনুল জাওজি রহ. তাকে বললেন, 'এতে কোনো ফায়দা নেই। প্রতিটি ঘরে তার সামনের দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হয়। তাই তুমি নিজেকে নিয়েই ভাবো। তখন বুঝতে পারবে, আসলে তোমার গুনাহের কারণেই আল্লাহ তাআলা তাকে তোমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহর কাছে তাওবা-ইসতিগফার বাড়িয়ে দাও।

তাকে কষ্ট দেওয়া বা তার প্রতি রেগে যাওয়াতে কোনো ফায়দা নেই। যেমনটি হাসান রহ. হাজ্জাজের ব্যাপারে বলেছিলেন, "সে হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আজাব। তাই তরবারি দিয়ে আল্লাহর আজাবের মোকাবেলা করতে যেয়ো না। বরং ইসতিগফারের মাধ্যমে তার মোকাবেলা করো।"

জেনে রাখো, তুমি পরীক্ষার হলে রয়েছ। আর এতে সবর করলে তোমার জন্য প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ

"হয়তো তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ করো, কিন্তু সেটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর।"[৮৮]

সুতরাং আল্লাহ তাআলার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকো এবং তাঁরই কাছে মুক্তি কামনা করো। তুমি যদি ইসতিগফার, গুনাহ থেকে তাওবা, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্টি ও তাঁরই নিকট মুক্তি কামনাকে একত্র করতে পারো, তবে তিন ধরনের ইবাদত তোমার হয়ে যাবে, যার প্রত্যেকটির ওপরই প্রতিদান রয়েছে। অনর্থক বিষয়ে পড়ে নিজের সময় বিনষ্ট কোরো না এবং তাকদিরের অবধারিত জিনিস অপসারণ করতে পারবে বলে ধারণা কোরো না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা

৮৮. সুরা আল-বাকারা : ২১৬

অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার কল্যাণ করেন, তবে তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”’[৮৯_৯০]

দাউদ তায়ি রহ. বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা যাকে পাপের লাঞ্ছনা থেকে তাকওয়ার মাধ্যমে সজ্জিত করেছেন, তাকে সম্পদ ছাড়াই ধনাঢ্যতা দিয়েছেন, জনবল ছাড়াই সম্মানিত করেছেন এবং বন্ধু ছাড়াই সঙ্গ দান করেছেন।’[৯১]

প্রিয় ভাই, গোপনে গুনাহ করা ছেড়ে দাও। কারণ, এদিকে ইঙ্গিত করেই কুরআনে আয়াত নাজিল হয়েছে :

إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষণকারী।’

জনৈক সালাফ নিজ শিষ্যদের বলতেন, ‘আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাদের এমন ব্যক্তির মতো সংযত হওয়ার তাওফিক দিন, যে একাকিত্বে গুনাহে সক্ষম ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে দেখছেন, এ কথা অনুধাবন করে সে আল্লাহর ভয়ে তা থেকে বিরত থাকল।’

ইমাম শাফিয়ি রহ. বলেন, ‘শ্রেষ্ঠ জিনিস তিনটি : অল্প সম্পদ থেকে দান করা, নির্জনে আল্লাহকে ভয় করা এবং যার থেকে কিছু আশা করা যায় বা যাকে ভয় করা হয়, তার সামনে সত্য কথা বলা।’[৯২]

জনৈক বেদুইনের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ‘আমি এক অন্ধকার রাতে বের হলাম। হঠাৎ এক তরুণী আমার সামনে পড়ল। তখন আমি তাকে কুপ্রস্তাব দিয়ে বসলাম। এতে মেয়েটি বলল, “তুমি ধ্বংস হও! যদি শরয়ি কোনো বাধা তোমার না থাকে, তবে তোমার আকলও কি তোমাকে বাধা দিচ্ছে না?” আমি বললাম, “আল্লাহর শপথ, আকাশের ওই তারকারাজি ব্যতীত কেউ তো আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।” মেয়েটি বলল, “তাহলে

---

৮৯. সুরা আল-আনআম : ১৭

৯০. সাইদুল খাতির : ৪৯৮

৯১. সাইদুল খাতির : ৫১৩

৯২. সিফাতুস সাফওয়াহ : ৩/১৩২

এই তারকাগুলো যিনি স্থাপন করেছেন, তিনি কোথায় গেলেন?” অর্থাৎ তিনিও তো আমাদের দেখছেন।’[৯৩]

বর্তমান যুগে কত মানুষই না এমন আছে, যারা দৃষ্টি বা মোবাইলের মাধ্যমে নারীদের নষ্ট করছে। অথবা প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে মুসলিম নারীদের মাঝে বিশৃঙ্খলার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। আমাদের পূর্বসূরিদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। তারা মুসলিম মেয়েদের সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা করতেন এবং অনিষ্টের সকল পথ বন্ধ করে দিতেন। তারা বৈধ পন্থা ব্যতীত নারীদের প্রতি তাকাতেন না। আর এভাবে নারীরা তাদের অনুগত থাকত, মন্দ ও খারাপ বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত এবং তা থেকে দূরে থাকত। তারা ছিলেন ইমানদার এবং উজ্জীবিত হৃদয়ের অধিকারী। তারা মনে করতেন, প্রতিটি মুসলিম মেয়েই তাদের বোন এবং তাদের সতীত্ব ও গোপনীয়তা বজায় রাখা আবশ্যক।

হাসসান বিন আবি সিনানের নিকট এক মহিলা আসলো, যার পরনে রং উঠে যাওয়া একটি কাপড় ছিল। মহিলা তার কাছে কিছু চাইলে তিনি তাঁর খাদিমকে মধ্যমা ও তর্জনী আঙুল দ্বারা ‘দুই’-এর ইশারা করলেন। সে গিয়ে দুটি দিরহাম ওজন দিয়ে নিয়ে আসলে তিনি বললেন, ‘তুমি দু শ দিরহাম ওজন দাও।’ তা শুনে উপস্থিত লোকজন বলল, ‘হে আবু আব্দুল্লাহ, ভিক্ষুক আরও আছে। তা সত্ত্বেও আপনি পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে এত বড় অঙ্কের দান করছেন যে?’ তিনি বললেন, ‘আমি তার যে বিষয়টি লক্ষ করেছি, তোমরা তা লক্ষ করোনি। আমি দেখলাম, এখনো মহিলাটির যৌবন বাকি রয়ে গেছে। আর আমার আশঙ্কা হলো, অভাব তাকে কোনো অবৈধ কাজ করতে প্ররোচিত করবে।’[৯৪]

একজন মুসলিম বোনের সম্ভ্রম রক্ষা করার স্বার্থে তিনি নিজের সম্পদ ব্যয় করলেন। কারণ, তিনি তার সম্পদের প্রয়োজন অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং অভাবের তাড়নায় তার অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করেছিলেন। বর্তমান যুগে এমন কাজ করার মতো মুসলিম কতজন আছে?

---

৯৩. রওজাতুল মুহিব্বিন : ৩৯৫
৯৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/১১৬

অন্য একজন বলেন, 'হে আদম-সন্তান, যখন তুমি গুনাহ করো, তখন তুমি পছন্দ করো না যে, কোনো চক্ষু তোমাকে দেখুক। কিন্তু যখন তুমি একাকী হও এবং আল্লাহ ছাড়া কেউ তোমাকে দেখতে পায় না, তখন তুমি গুনাহ করতে তেমন দ্বিধাবোধ করো না। আর আল্লাহকে সেভাবে লজ্জা পাও না, যেভাবে তুমি তার মাখলুককে লজ্জা পাও। তোমার এমন করার পেছনে দুইটা কারণের যেকোনো একটা থাকতে পারে। ১. হয়তো তুমি মনে করো যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে দেখতে পান না। তাহলে তুমি কুফরি করলে। ২. আর যদি মনে করো যে, তিনি তোমাকে দেখতে পান, তাহলে তিনি তোমাকে সেই কাজ থেকে বাধা দিতে পারলেন না, যা থেকে তার কোনো দুর্বল মাখলুক বাধা দিতে পেরেছিল। ফলে তুমি তার প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে।'[৯৫]

তবুও প্ররোচিত হননি

আবুল কাসিম জাল্লাব বলেন, 'আমার কাছে সা'দান বর্ণনা করেন, কিছু লোক সুন্দরী এক নারীকে রবি বিন খুসাইমের সামনে যেতে আদেশ করল, যাতে সে তাকে ফিতনায় ফেলতে পারে।[৯৬] তারা ঠিক করল যে, যদি এই মহিলা কাজটি করতে পারে, তবে তাকে এক হাজার দিরহাম দেওয়া হবে। ফলে মহিলাটি তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরিধান করল এবং সাধ্যমতো সর্বোত্তম সুগন্ধি ব্যবহার করল। অতঃপর রবি বিন খুসাইম রহ. যখন মসজিদ থেকে বের হলেন, তখন সে তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো। তিনি মহিলার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হলেন। মহিলাটি মুখের কাপড় খুলে তাঁর কাছাকাছি আসলো। রবি রহ. তাকে বললেন, "যদি অসুস্থতা এসে তোমার রূপ-লাবণ্য পরিবর্তন করে দেয়, তবে তোমার কী অবস্থা হবে? অথবা মুনকার-নাকির এসে যখন তোমাকে প্রশ্ন করবে, তখন তোমার কী অবস্থা হবে?" তখন মহিলাটি একটি চিৎকার করে উঠল এবং বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। আল্লাহর শপথ, সুস্থ হওয়ার পর মহিলাটি এত বেশি আল্লাহর ইবাদত করেছিল যে, মৃত্যুর পর তাকে একটি শুকনো কাষ্ঠখণ্ডের মতো দেখাল।'[৯৭]

---

৯৫. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৬১

৯৬. এটি ফাসিকদের কাজ, এমন কাজ জায়িজ নেই।

৯৭. কিতাবুত তাওয়াবিন : ২৬২

কুফা নগরীতে একজন ইবাদতগুজার যুবক ছিল। সে সব সময় কুফার জামে মসজিদে পড়ে থাকত। সে ছিল সুঠামদেহী ও সুদর্শন এক যুবক। একদিন তার দিকে এক সুন্দরী মেয়ের দৃষ্টি পড়ল। এতে মেয়েটি তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল এবং তার প্রেমাসক্তি দিন দিন বাড়তে লাগল। একদিন যুবকটি মসজিদে যাচ্ছিল, এমন সময় মেয়েটি তার পথ আগলে ধরে বলল, 'হে যুবক, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। আমার কথা শুনে তুমি যাচ্ছেতাই কোরো।' কিন্তু যুবকটি তার সাথে কথা না বলে চলে গেল। যুবকটি যখন বাড়ি ফিরছিল, তখন মেয়েটি আবার তার পথে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি বলল, 'হে যুবক, আমি তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই।' তখন যুবকটি দাঁড়িয়ে বলল, 'এটি অপবাদের স্থান। আর আমি অপবাদের শিকার হতে চাই না।' মেয়েটি বলল, 'আল্লাহর শপথ, আমি তোমার ব্যাপারে জানি না বলে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছি, এমনটি নয়। কিন্তু মানুষ আমার সাথে এমন জায়গায় দাঁড়াতে পছন্দ করে। আর তোমার সাথে এই জায়গায় দাঁড়ানোর কারণ হলো, আমি জানি, এখানে ছোট কিছু হলেও মানুষ সেটাকে বড় মনে করে। আর তোমাদের মতো বান্দারা হলো কাঁচের বোতলের মতো, সামান্য কিছুতেই তাতে দাগ পড়ে যায়।

এবার শোনো, আমি তোমাকে কী বলতে চাই। কথা হলো, আমার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তোমার প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং আমার ও তোমার বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করো।'

এরপর যুবকটি বাড়ি ফিরে গেল এবং সে সালাত আদায় করার ইচ্ছা করল, কিন্তু সে বুঝতে পারছিল না, কীভাবে সালাত আদায় করবে। তাই সে কাগজ হাতে নিয়ে একটি চিঠি লিখল। এরপর ঘর থেকে বের হয়ে আসলো। সে এসে দেখল, মেয়েটি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। সে চিঠিটি তার দিকে নিক্ষেপ করে ঘরে চলে এল। চিঠিতে লেখা ছিল : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, হে মেয়ে, জেনে রেখো, বান্দা যখন প্রথম গুনাহ করে, তখন আল্লাহ তাআলা তা সহ্য করে নেন। পুনরায় যখন গুনাহ করে, আল্লাহ তাআলা তা গোপন করে রাখেন। কিন্তু যখন গুনাহটিকে সে নিজের পোশাকে পরিণত করে নেয়, তখন আল্লাহ তাআলা এতই রাগান্বিত হন যে, তার জন্য আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা এবং জীব-জন্তু সবকিছু সংকীর্ণ করে দেন।

আর এমন কে আছে, যে তাঁর ক্রোধের মোকাবিলা করার শক্তি রাখে? আমি যা বললাম, তা যদি মিথ্যা হয়, তবে যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পাহাড়গুলো তুলার মতো উড়বে এবং জাতিসমূহ যেদিন মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর ক্ষমতার সামনে অবনত হয়ে পড়বে, সেদিন আমি তোমাকে স্মরণ করব। আর আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই আমি নিজেকেই সংশোধনে অক্ষম, সেখানে অন্যকে কীভাবে সংশোধন করব? আমি যা বলেছি, তা যদি বাস্তব হয়ে থাকে, তাহলে আমি তোমাকে এমন এক ডাক্তারের কথা বলছি, যিনি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্যথা ও কষ্টদায়ক যন্ত্রণা থেকে আরোগ্য দান করেন। তিনি হলেন জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহ। সুতরাং সাচ্ছা হৃদয়ে তাঁরই নিকট প্রার্থনা করো। কারণ, তোমার ব্যাপারটিতে আমার আল্লাহ তাআলার এই বাণীটিই মনে পড়ছে—

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ * يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

"আপনি তাদের আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপিষ্ঠদের জন্য কোনো বন্ধু নেই এবং কোনো সুপারিশকারীও নেই। তিনি চোখের গোপন চাহনি এবং মনের অপ্রকাশিত কল্পনা সম্পর্কে অবগত।"[৯৮]

এই আয়াত থেকে পলায়নের স্থান কোথায়?'

এরপর মেয়েটি চলে গেল। কিছুদিন পর আবার সে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। যুবকটি তাকে দেখে বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল। তখন মেয়েটি বলল, 'হে যুবক, তুমি চলে যেয়ো না। এরপর আর কখনো তোমার সাথে দেখা হবে না। দেখা হবে শুধু আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার দিন।' এরপর মেয়েটি অনেক ক্রন্দন করল এবং বলল, 'আমি তোমার হৃদয়ের চাবিসমূহের মালিক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমার ওপর যে কঠিন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজ করে দেন।' এরপর মেয়েটি যুবকটির পেছনে পেছনে যেতে যেতে বলল, 'আমাকে এমন কোনো উপদেশ বা আদেশের মাধ্যমে অনুগ্রহ করো, যার ওপর আমি আমল করব।' তখন যুবকটি বলল,

---

৯৮. সুরা গাফির : ১৮-১৯

'আমি তোমাকে নিজের প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিচ্ছি এবং স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলার বাণী—

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ

"তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদের করায়ত্ত করে নেন এবং যা কিছু তোমরা দিনের বেলায় করো, তাও জানেন।"'[৯৯_১০০]

প্রিয় ভাই, সত্য পথের ওপর অবিচল থাকো। আল্লাহকে ভয় করো এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকো। এতেই রয়েছে তোমার হৃদয়ের পরিশুদ্ধি এবং আখিরাতের মুক্তি। আমার কথায় শুধু 'হ্যাঁ' বলে ক্ষান্ত থেকো না। বরং তোমাকে যেমন আদেশ করা হয়েছে, তার ওপর দৃঢ় থাকো এবং নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা করো। সর্বত্র হারামের প্রতি লাগামহীন দৃষ্টি দেওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো। এমন ব্যক্তির মতো হোয়ো না, যে মুক্তি লাভের আশা করে, কিন্তু আল্লাহর নাফরমানি ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে।

কবি বলেন :

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها *** إن السفينة لا تجري على اليبس

'তুমি মুক্তির আশা করো, কিন্তু যে পথে মুক্তি মেলে সে পথে চলো না। মনে রাখবে, স্থলপথে নৌকা চলে না।'

শুবা রহ. মানসুর রহ. থেকে এবং তিনি ইবরাহিম রহ. থেকে বর্ণনা করেন, এক আল্লাহর বান্দা একটি মেয়ের সাথে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল। কথার একপর্যায়ে সে মেয়েটির উরুর ওপর হাত রাখল। তখনই সে উঠে চলে গেল এবং তার হাতকে আগুনে ঢুকিয়ে দিল। এতে তার সেই হাত পুড়ে গেল।[১০১]

প্রিয় মুসলিম ভাই আমার,

প্রাক-ইসলাম যুগেও আরবরা দৃষ্টি সংযত রাখাকে অনেক বড় ভদ্রতা মনে

---

৯৯. সুরা আল-আনআম : ৬০

১০০. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/১১৪

১০১. রওজাতুল মুহিব্বিন : ৩৯৭

করত; বরং এই গুণটির কারণে তারা পরস্পর গর্ব করত। কবি আনতারার এই কবিতাটি তারই প্রমাণ বহন করে :

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي *** حتى تواري جارتي مأواها

'আমার প্রতিবেশিনী যখন আমার সামনে পড়ে যায়, তখন আমি দৃষ্টি অবনত করে ফেলি, যতক্ষণ না সে তার অন্দরমহলে প্রবেশ করে।'

এ ছিল আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার স্থাপনকারী মুশরিকদের অবস্থা। তারা এটিকে সুন্দর একটি আদব ও উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত মনে করত। কিন্তু আফসোস, আমাদের মুসলিমদের আজ কী হলো? অথচ আমাদের সামনে রয়েছে, আল্লাহ তাআলার কিতাব এবং আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ, যেখানে হারাম জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং দৃষ্টি সংযত রাখার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

অনেক দৃষ্টি হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, দৃষ্টি নিক্ষেপকারীকে গাফিলতির ঘুম পাড়িয়েছে এবং ফিতনার আগুনে দগ্ধ করেছে। অনেক দৃষ্টি হৃদয়ে কামনা-বাসনার বীজ বপন করেছে এবং ক্ষণিকের দৃষ্টিসুখ দীর্ঘদিনের পেরেশানি সৃষ্টি করেছে।

যে দৃষ্টি সংযত রাখে এবং কামনা-বাসনা এড়িয়ে চলে, তার ব্যাপারে কবি ঠিকই বলেছেন :

ليس الشجاع الذي يحمى مطيته *** يوم النزال ونار الحرب تشتعل

لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا *** عن الحرام فذاك الفارس البطل

'বীর সে নয়, যে উত্তপ্ত যুদ্ধের দিনে নিজের বাহনকে চাঙা রাখে (অর্থাৎ অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যায়)। প্রকৃত বীর তো সেই, যে নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দৃষ্টিকে নত রাখে, অথবা হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে গেলে সাথে সাথে তা ফিরিয়ে নেয়।'[১০২]

---

১০২. জাম্মুল হাওয়া : ১১৯

ঘরে প্রবেশ করার সময় অনুমতি গ্রহণের কারণ

কারও ঘরে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেওয়ার ইসলামি শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ করো। এ সংক্রান্ত একটি আদব হলো, দৃষ্টিকে ঘরের দরজার ওপর রাখবে না এবং দরজার সোজাসুজি দাঁড়াবে না; বরং কিছুটা ডানে বা বামে সরে দাঁড়াবে। যাতে দরজা খুললে বাড়ির ভেতরে নিষিদ্ধ কারও ওপর দৃষ্টি না পড়ে অথবা অপ্রীতিকর কোনো কিছু চোখে না পড়ে। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

'অনুমতি চাওয়ার বিধান দৃষ্টি সংযত রাখার জন্যই দেওয়া হয়েছে।'[১০৩]

যে ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে অন্যের ঘরে দৃষ্টি দেয়, আলিমগণ তার চোখকে মূল্যহীন সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলেন, 'তার চোখ নষ্ট করে দেওয়া হলে কোনো কিসাস ও দিয়াত আসবে না।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِعَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

'যদি বিনা অনুমতিতে কেউ তোমার ঘরে উঁকি মারে, ফলে তুমি তার প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ করো আর এতে তার চোখ উপড়ে যায়, এতে তোমার কোনো দোষ নেই।'[১০৪]

এ হচ্ছে উন্নত ইসলামি শিষ্টাচার। এতেই রয়েছে পবিত্রতা ও দৃষ্টির হিফাজত। ইবনে উমর রা. বলেন, 'কারও বাড়ি বা রুমের ভেতর দৃষ্টি দেওয়া আমানত নষ্টের অন্তর্ভুক্ত।'[১০৫]

---

১০৩. সহিহুল বুখারি : ৬২৪১, সহিহু মুসলিম : ২১৫৬

১০৪. সহিহুল বুখারি : ৬৯০২, সহিহু মুসলিম : ২১৫৮

১০৫. আল-ওয়ারা লি ইবনি আবিদ্দুনিয়া : ৬৬

জনৈক কসাইয়ের বাসনা এবং তাওবা

বকর বিন আব্দুল্লাহ মুজানি রহ. থেকে বর্ণিত, এক কসাই তার প্রতিবেশীর এক মেয়ের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। একদা মেয়েটির পরিবারের লোকেরা তাকে কোনো প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে পাঠাল। তখন কসাই তার অনুসরণ করল এবং তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করল। মেয়েটি বলল, 'তুমি এমন কাজ কোরো না। কেননা, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা আমার প্রতি তোমার ভালোবাসার চেয়েও প্রবল। কিন্তু আমি আল্লাহকে ভয় করি।' তখন কসাই বলল, 'তুমি আমার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করছ, অথচ আমি তাঁকে ভয় করছি না!' এ বলে সে তাওবা করে ফেলল। পথিমধ্যে সে কঠিন পিপাসায় আক্রান্ত হলো এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার উপক্রম হলো। হঠাৎ সে বনি ইসরাইলের একজন নবির দূতকে দেখতে পেল। তিনি বললেন, 'তোমার কী হয়েছে?' সে বলল, 'পিপাসা ও প্রচণ্ড গরমে আমার এই অবস্থা হয়েছে।' তিনি বললেন, 'চলো, আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমরা গ্রামে প্রবেশের আগ পর্যন্ত একটি মেঘখণ্ড দ্বারা আমাদের আচ্ছাদৃত করে রাখেন।' সে বলল, 'আমার এমন নেক আমল নেই, যার উসিলা দিয়ে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব। তাই আপনিই দুআ করুন।' তিনি বললেন, 'আমি দুআ করব আর তুমি আমিন বলবে।' তখন নবির দূত দুআ করলেন এবং কসাই আমিন বলল। দুআর কল্যাণে তাদের গ্রামে পৌঁছার আগ পর্যন্ত একটি মেঘখণ্ড এসে তাদের ছায়া দিতে লাগল। যখন কসাই নিজ গৃহের পথ ধরল, তখন মেঘখণ্ডটি তার দিকে ঝুঁকে গেল। তখন নবির দূত বললেন, 'তুমি ধারণা করেছিলে তোমার কোনো নেক আমল নেই। ফলে আমিই দুআ করেছিলাম এবং তুমি আমিন বলেছিলে। এতে একটি মেঘখণ্ড এসে আমাদের ছায়া দিয়েছিল। এখন দেখো, মেঘখণ্ডটি তোমাকেই অনুসরণ করেছে। যেন সে আমাকে তোমার বিষয়ে অবহিত করতে পারে।' তারপর তিনি বললেন, 'তাওবাকারীর জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে এমন মর্যাদা রয়েছে, যা অন্য কারও জন্য নেই।'[১০৬]

---

১০৬. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/১১৪

ইবনে সাম্মাক রহ. একটি কবিতা পাঠ করতেন—

يا مدمن الذنب أما تستحيي *** والله في الخلوة ثانيكا

غرك من ربك إمهاله *** وستره طول مساويكا

'হে পাপী, আপাদমস্তক পাপে নিমজ্জিত আছ! তোমার কি লজ্জা করে না? তোমার নির্জনতায় আল্লাহ-ই হলেন দ্বিতীয়জন। তিনি তোমাকে সুযোগ দিচ্ছেন, তোমার দোষত্রুটি গোপন রাখছেন। এটি তোমাকে প্রতারিত করছে না তো?'

এক লোক একটি ঘন অরণ্যে ঢুকে বলল, 'যদি আমি এ নির্জনে গুনাহে লিপ্ত হই, তবে আমাকে কে দেখবে?' তখন সে ভরা জঙ্গল থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেল—

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কী করে জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।"'[১০৭_১০৮]

প্রিয় ভাই, অধিকাংশ মানুষ কিছু বিষয়কে খুব হালকাভাবে নেয়, অথচ সেগুলো মৌলিক দিক দিয়ে খুবই জঘন্য। যেমন : ছাত্ররা কিতাব হাদিয়া নিয়ে আর ফেরত দেয় না। আবার কেউ কেউ খানা খাচ্ছে—এমন কারও নিকট আমন্ত্রণ ব্যতীত প্রবেশ করে, যেন তার সাথে খানায় শরিক হতে পারে। আবার অনেকে মজা পাওয়ার জন্য শত্রুর মানহানি করে। এসব বিষয় জঘন্য গুনাহ, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এগুলো খুব তুচ্ছ বিষয় মনে করে। অনুরূপভাবে গাইরে মাহরামের প্রতি বারবার দৃষ্টি দেওয়াকেও মানুষ ছোট গুনাহ মনে করে ভুল করে।

মানুষ যেসব বড় অপরাধকে তুচ্ছ ভেবে করে থাকে, তার মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হলো, মানুষের সামনে কোনো সম্মানিত ব্যক্তির মানহানি করা। নিজের মতের বিপরীত ফতওয়া দেওয়ার কারণে কোনো বিজ্ঞ

---

১০৭. সুরা আল-মুলক : ১৪

১০৮. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৬১

আলিমকে জাহিল বা মূর্খ বলে প্রচার করা। এসবকে মানুষ খুব সাধারণ বিষয় মনে করে, অথচ এগুলো অনেক বড় অপরাধ।

অনেক সময় কোনো বিজ্ঞ আলিমকে বলে বসে, 'তোমার কাছে অল্প কিছু আমানত রাখা হলেও তুমি খিয়ানত করো, তাহলে তোমার দলিলের ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে, তা কী করে মেনে নেব?'

জনৈক সালাফ বলেন, 'একটি হারাম লুকমাকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করে তা আহার করেছিলাম। সেদিন থেকে আজ অবধি ৪০ বছর যাবৎ সেই ভুলের মাসুল গুনছি।'

সুতরাং সাবধান, অভিজ্ঞ লোকদের কথা শোনো, নিজের প্রতি লক্ষ রাখো এবং শেষ পরিণতিকে ভয় করো। নিষেধকারীর মর্যাদা উপলব্ধি করো এবং এমন ফুৎকার থেকে সতর্ক থাকো, যা আগুন বাড়িয়ে দেয়। সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকেও সতর্ক থাকো। কারণ, অনেক সময় তা একটি শহরকে জ্বালিয়ে দেয়।

আমি এখানে সামান্য কিছু বিষয় উল্লেখ করেছি মাত্র। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এসব থেকে অনেক কিছুই পাবেন। এখান থেকে অন্য যেসব গুনাহকে মানুষ হালকা করে দেখে, সেগুলোর ব্যাপারেও সবার মোটামুটি ধারণা হয়ে যাবে বলে আশা করি।[১০৯]

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির রহ. একদা জনৈক লোককে এক মহিলার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখে বললেন, 'আল্লাহ তোমাদের দেখছেন। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের গুনাহসমূহ গোপন রাখুন।'

হারিস আল-মুহাসিবি রহ. বলেন, 'মুরাকাবা তথা নিজেকে নিজে পর্যবেক্ষণ করা হৃদয়কে আল্লাহর নৈকট্যের জ্ঞান দান করে।'

জুনাইদ রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'দৃষ্টি সংযত রাখার জন্য কোন জিনিস সাহায্য করে?' তিনি বললেন, 'তোমার এই জ্ঞান থাকা যে, হারামের প্রতি তোমার দৃষ্টির চেয়ে আল্লাহর দৃষ্টি তোমার প্রতি বেশি অগ্রগামী।'[১১০]

---

১০৯. সাইদুল খাতির : ১৮৭

১১০. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৬১

উবাইদ বিন উমাইরের নিকট এক সুন্দরী মহিলার আগমন

ইমাম আবুল ফারাজ রহ.-সহ আরও অনেকেই বর্ণনা করেছেন, মক্কায় একজন সুন্দরী নারী ছিল। সে ছিল বিবাহিতা এবং তার স্বামীও জীবিত ছিল। একদিন সে আয়নার সামনে গিয়ে নিজের চেহারার দিকে গভীরভাবে তাকাল। তারপর তার স্বামীকে বলল, 'আপনি কি এমন কাউকে চিনেন, যে আমার এই সুন্দর চেহারা দেখেও ফিতনায় পড়বে না?' স্বামী বলল, 'হ্যাঁ।' স্ত্রী বলল, 'সে কে?' স্বামী বলল, 'উবাইদ বিন উমাইর।' স্ত্রী বলল, 'আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাকে ফিতনায় জড়াব।' স্বামী বলল, 'অনুমতি দিলাম।'

এরপর মহিলাটি মাসআলা জিজ্ঞাসার ভান করে তার নিকট আসলো। সে উবাইদ বিন উমাইরের সাথে মসজিদের এক কোনায় একাকী হলো। সেখানে গিয়ে নিজের চেহারার পর্দা সরিয়ে ফেলল। তখন কেমন যেন অন্ধকার ঠেলে চাঁদ উদিত হলো। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর বান্দী, চেহারা ঢেকে নাও।' সে বলল, 'আমি আপনার প্রেমে পাগল হয়ে গেছি।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে কিছু বিষয় জিজ্ঞেস করছি, যদি তুমি আমাকে এসবের যথাযথ উত্তর দিতে পারো, তবে আমি তোমার ব্যাপারে ভেবে দেখব।' সে বলল, 'আপনি আমাকে যা-ই জিজ্ঞেস করবেন, আমি তার যথাযথ উত্তর দেবো।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে বলো যে, যদি মৃত্যুর ফেরেশতা তোমার রুহ কবজ করতে আসেন, তবে কি সে মুহূর্তে আমি তোমার এই প্রয়োজনটি পূর্ণ করলে তুমি আনন্দিত হবে?' সে বলল, 'কক্ষনো না।' তিনি বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।' এরপর বললেন, 'তবে যখন তোমাকে কবরে রাখা হবে এবং তোমাকে প্রশ্ন করার জন্য বসানো হবে, তখন কি তুমি এতে খুশি হবে যে, আমি তোমার এই চাহিদাটি পূরণ করি?' সে বলল, 'কক্ষনো না।' তিনি বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।'

এরপর বললেন, 'যখন মানুষকে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে, আর তুমি জানো না যে, তুমি তোমার আমলনামা ডান হাতে গ্রহণ করবে নাকি বাম হাতে গ্রহণ করবে, তখন কি তুমি খুশি হবে যে, আমি সে সময় তোমার এই চাহিদাটি পূরণ করি?' সে বলল, 'না, কক্ষনো না।' তিনি বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।'

তিনি বললেন, 'তুমি যখন পুলসিরাত অতিক্রম করার ইচ্ছা করবে, কিন্তু তোমার জানা নেই যে, তুমি পার হতে পারবে নাকি পারবে না? তখন কি তুমি খুশি হবে যে, আমি সে সময় তোমার এই চাহিদাটি পূরণ করে দিই?' সে বলল, 'কক্ষনো না।' তিনি বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।'

এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি আমল পরিমাপের পাল্লা দাঁড় করানোর পর তোমাকে সেখানে নিয়ে আসা হয় এবং তুমি জানো না যে, তোমার নেকির পাল্লা ভারী হবে নাকি বদের পাল্লা। তখন কি তুমি খুশি হবে যে, আমি তোমার এই চাহিদাটি পূরণ করি?' সে বলল, 'কক্ষনো না।' তিনি বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।'

তারপর বললেন, 'যদি তুমি জবাবদিহির জন্য আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হও, তখন কি এতে খুশি হবে যে, আমি তোমার চাহিদাটি পূরণ করে দিই?' সে বলল, 'কক্ষনো না।' তিনি বললেন, 'তুমি সত্য বলেছ।'

এরপর তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। তিনি তোমাকে অগণিত নিয়ামতে ভূষিত করেছেন এবং তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।'

এরপর সে নারী তার স্বামীর কাছে ফিরে এল। স্বামী জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাজের কী হলো?' সে বলল, 'তুমি একজন বীর এবং আমরাও বীর।' অতঃপর সে সালাতে মনোযোগী হলো এবং সাওম ও ইবাদতে লেগে গেল। ফলে তার স্বামী বলল, 'আমার ও উবাইদের মাঝে কী শত্রুতা ছিল যে, তিনি আমার স্ত্রীকে এভাবে নষ্ট করে দিলেন! আগে আমার স্ত্রী প্রতি রাতেই আমার বিছানায় আসত, কিন্তু উবাইদ তাকে বৈরাগিনী বানিয়ে দিয়েছেন।'[১১১]

তুমি যখন এটা পছন্দ করো না যে, তোমাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে—এমন কেউ তোমাকে গুনাহ করতে দেখুক, তাহলে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাকে রিজিক দেন এবং যাঁর হাতে এই পৃথিবীর রাজত্ব, তাঁর সামনে কীভাবে গুনাহ করা পছন্দ করো? কীসের ভিত্তিতে তুমি তাঁকে রাগিয়ে তোলো?

---

১১১. রওজাতুল মুহিব্বিন

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘হে পাপাচারী, পাপের বিপদ ও শেষের মন্দ পরিণামের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থেকো না। গোপন গৃহে দরজা বন্ধ করে যখন তুমি গুনাহ করো, তখন বাতাসের ঝাপটায় তোমার দরজা খুলে যাওয়াকে ভয় করো; অথচ আল্লাহ তাআলার দৃষ্টির ভয়ে তোমার হৃদয় প্রকম্পিত হয় না।’

প্রকৃত পুরুষ সেই, যে নিজের হৃদয়কে আল্লাহ তাআলার ধ্যানে মগ্ন রাখে। যেমনটি ইবনুল জাওজি রহ. বলেছেন, ‘প্রকৃত পুরুষ সেই, যে পছন্দনীয় হারাম জিনিসের সাথে নির্জনতা গ্রহণ করেছে, এর প্রতি তার সক্ষমতা ও তীব্র আকর্ষণও রয়েছে—এমন সময় সে আল্লাহ তাআলার দিকে নিজের দৃষ্টি নিবন্ধ করল। ফলে তাঁর অপছন্দনীয় বিষয়ে নিজের জঘন্য ইচ্ছার ব্যাপারে লজ্জিত হলো। তাই তার আকর্ষণ চলে গেল।’[১১২]

আবুল জালদ রহ. বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা তাঁর কোনো এক নবির কাছে ওহি পাঠালেন যে, “তুমি তোমার জাতিকে বলে দাও, তোমাদের কী হয়েছে যে, আমার সৃষ্টি থেকে তোমরা গুনাহ গোপন করো, অথচ আমার সামনে তা প্রকাশ করো? যদি তোমরা মনে করো, আমি তোমাদের দেখছি না, তবে তোমরা মুশরিক। আর যদি মনে করো, আমি তোমাদের দেখছি, তবে আমাকে তোমাদের প্রতি দৃষ্টি দানকারীদের মাঝে সবচেয়ে হালকা ভাবো কেন?’[১১৩]

يا من يرى مد البعوض جناحها *** في ظلمة الليل البهيم الأليل

ويرى نياط عروقها في مخها *** والمخ في العظام النحل

اغفر لعبد تاب من زلاته *** ما كان منه في الزمان الأول

‘হে ওই সত্তা, যিনি গভীর অন্ধকার রজনীতে প্যানপ্যান শব্দ করা মশার পাখার প্রসারণ দেখতে পান। দেখতে পান, গলার ওপরিভাগে ঝুলে থাকা তার ধারালো শুঁড় এবং তার শীর্ণ হাড্ডির মাঝে থাকা মজ্জা। ক্ষমা করে দিন আপনার সেই বান্দাকে, যে তার পূর্বের সকল অপরাধ থেকে তাওবা করে ফিরে আসতে চায়।’

---

১১২. সাইদুল খাতির : ১২৭

১১৩. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৬১

আবুল আইয়াশ কাত্তান রহ. বলেন, বসরা নগরীতে মুনিবাহ নামে একজন ইবাদতগুজার মহিলা ছিল। তার একটি মেয়ে ছিল, যে তার চেয়েও বেশি ইবাদতগুজার ছিল। হাসান রহ. অনেক সময় তার ইবাদত দেখে আশ্চর্য হতেন এবং নবীন বয়সে এত ইবাদত দেখে বিস্ময়বোধ করতেন। একদা হাসান রহ. এক স্থানে বসা ছিলেন, এমন সময় জনৈক লোক এসে বলল, 'আপনি কি জানেন, সেই মেয়েটি মৃত্যুশয্যায় শায়িত?' এ কথা শুনে হাসান রহ. চমকে উঠলেন এবং সেই মেয়ের ঘরে গিয়ে (তার কামরায়) প্রবেশ করলেন। মেয়েটি হাসান রহ.-এর দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠল। হাসান রহ. বললেন, 'প্রিয় বেটি, তুমি কেন কাঁদছ?' সে বলল, 'হে আবু সাইদ, আমার যৌবনের ওপর মাটি ছড়িয়ে দেওয়া হবে, অথচ আমি মনভরে আমার রবের ইবাদত করতে পারিনি। হে আবু সাইদ, আমার মায়ের দিকে লক্ষ করুন। তিনি আমার বাবাকে বলছেন, "আমার মেয়ের জন্য একটি প্রশস্ত কবর খনন করবেন এবং সুন্দর কাপড়ে তাকে কাফন দেবেন।" আল্লাহর শপথ, যদি আমি মক্কায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতাম, তখনও খুব বেশি কান্না করতাম। আর এখন তো আমি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও জনমানবহীন কবরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, যেখানে আছে কেবল অন্ধকার আর পোকামাকড়।'[১১৪]

আয়িশা বিনতে সাইদ বিন ইসমাইল রহ. তার মেয়েকে বলেন, 'ক্ষণস্থায়ী বিষয় নিয়ে আনন্দিত হোয়ো না এবং যা চলে গেছে, তা নিয়ে পেরেশান হোয়ো না। বরং আনন্দিত হও আল্লাহ তাআলাকে নিয়ে এবং আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি থেকে ঝরে পড়ার ব্যাপারে পেরেশান হও।'[১১৫]

কত মন্দ পরিণতি!

নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি, যা থেকে মানুষের শেষ যাত্রা (মৃত্যুর মুহূর্ত) কতটা অশুভ ও মন্দ হতে পারে তা বোঝা যায়। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, অনেক সময় মানুষের শেষ পরিণতি এতটা মন্দ হয় যে, মৃত্যুর সময় তার শেষ কথাটি হয় প্রেমাস্পদকে নিয়ে বেহুদা কোনো কথা। এ ছাড়াও মৃত্যুর সময় তার অন্তর প্রেমিকার ধ্যানে মগ্ন থাকে। এটি খুব প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা।

---

১১৪. সিফওয়াতুস সাফওয়াহ : ৪/২৯

১১৫. সিফওয়াতুস সাফওয়াহ : ২/১২৫

ঘটনাটি হলো, এক ব্যক্তির মৃত্যুপূর্ববর্তী অবস্থা (সাকরাত) শুরু হলে স্বজনরা তাকে কালিমা পড়তে বলল। কিন্তু সে বারবার বলতে লাগল, 'মিনজাব গোসলখানাটি[১১৬] কোথায়?'

তার এমন বলার পেছনে একটি কাহিনি আছে। তা হলো, এক ব্যক্তি তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তার বাড়ির দরজা মিনজাব গোসলখানার দরজার মতো ছিল। তখন সেখানে একজন সুন্দরী তরুণী এসে বলল, 'মিনজাব গোসলখানায় যাওয়ার পথ কোনটা?' সে বলল, 'এটাই (অর্থাৎ তার বাড়ি) মিনজাব গোসলখানা।' তখন মেয়েটি তার ঘরে প্রবেশ করল এবং সেও তার পিছু পিছু প্রবেশ করল। তারপর যখন মেয়েটি বুঝতে পারল যে, তাকে ধোঁকা দেওয়া হয়েছে এবং সে গোসলখানার পরিবর্তে কোনো ঘরে ঢুকে পড়েছে, তখন সে ওই ব্যক্তির সাথে একাকী হওয়ার জন্য আনন্দ প্রকাশ করল এবং বলল, 'এখানে আমাদের সাথে এমন কিছু থাকা চাই, যাতে আমাদের মন প্রশান্ত হবে এবং আমাদের সময় ভালো কাটবে।' তখন সে বলল, 'কিছুক্ষণের মধ্যে আমি তোমার জন্য সেই সব বিষয় আনতে যাচ্ছি, যা তোমার প্রিয় ও পছন্দনীয়।' এ বলে সে বের হয়ে গেল। এসে দেখল, মেয়েটি পালিয়ে গেছে। কিন্তু তার বাড়ির কোনো বস্তুতে হাত লাগায়নি। এতে লোকটির মন মেয়েটির প্রেমে টই-টম্বুর হয়ে গেল। এরপর থেকে সে রাস্তা কিংবা গলি—যেখানেই হাঁটত, সারাক্ষণ একটি গান তার মুখে থাকত—

يا رب قائلة يوما، وقد تعبت *** كيف الطريق إلى حمام منجاب

'কোথায় আমার সেই সুকণ্ঠী, যে ক্লান্ত হয়ে আমায় বলেছিল, "মিনজাব গোসলখানাটি কোথায়?"'

এমনই একদিন সে গানটি গেয়ে গেয়ে পথ চলছিল, তখন মেয়েটি তার গান শুনতে পেয়ে তাকে বলল :

هلا جعلت لها إذ ظفرت بها *** حرزا على الدار أو قفلا على الباب

---

১১৬. বসরার একটি গোসলখানা, যার মালিক ছিলেন মিনজাব বিন রাশিদ নামক এক লোক। -সম্পাদক

'হায়, যদি মেয়েটিকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ঘরের সুরক্ষিত স্থানে সংরক্ষিত করে রাখতে, অথবা বের হওয়ার সময় দরজায় তালা লাগিয়ে যেতে!'

মেয়েটির এই জবাব শুনে তার প্রেম আরও বেড়ে গেল। ফলে আজীবন তার মন মেয়েটির প্রেমভাবনায় মশগুল ছিল। এমনকি মৃত্যুর সময়েও তার মুখে সেই গানটিই ছিল।

সালাফের ভয়

সুফইয়ান সাওরি রহ. একদা সারা রাত ফজর পর্যন্ত কাঁদলেন। সকালে তাকে বলা হলো, 'আপনি কি গুনাহের ভয়েই কেঁদেছেন?' তিনি হাতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে বললেন, 'গুনাহ আমার কাছে এর চেয়েও তুচ্ছ। আমি বরং কেঁদেছি শেষ যাত্রা (মৃত্যুর মুহূর্ত) অশুভ হওয়ার ভয়ে।'

এটি উচ্চ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যে, কারও মৃত্যুর সময় তার গুনাহ তাকে লজ্জিত করার ব্যাপারে ভয় করবে। সে ভয় করবে, তার গুনাহ যেন তার শেষ পরিণতি উত্তম হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়।

ইমাম আহমাদ রহ. আবু দারদা রা.-এর ব্যাপারে বর্ণনা করেন, যখন তাঁর মৃত্যুর সময় হলো, তখন তিনি বারবার বেঁহুশ হয়ে পড়ছিলেন। আর যখনই তার হুঁশ ফিরে আসত, তখন তিনি এই আয়াত পাঠ করতেন—

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

'আমি ঘুরিয়ে দেবো তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্ত ছেড়ে দেবো।'[১১৭]

এ কারণেই সালাফ সব সময় গুনাহের কারণে মৃত্যুর সময় উত্তম পরিণতি বাধাগ্রস্ত হওয়ার ভয় করতেন।

---

১১৭. সুরা আল-আনআম : ১১০

হাফিজ আবু মুহাম্মাদ আব্দুল হক রহ. বলেন, 'জেনে রাখো, ওই ব্যক্তির শেষ পরিণতি মন্দ হবে না, যার বাহ্যিক আমল যথার্থ এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিশুদ্ধ। এমন কোনো ব্যক্তির শেষ পরিণতি মন্দ হয়েছে বলে কখনো শোনা যায়নি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। শেষ পরিণতি মন্দ হয় ওই ব্যক্তির, যার মৌলিক বিশ্বাস ও আমলে ত্রুটি রয়েছে অথবা যে নিয়মিত কোনো কবিরা গুনাহে লিপ্ত থাকে। অনেক সময় গুনাহে এমন আসক্তি তৈরি হয় যে, মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করার সুযোগ হয় না। ফলে আমলের খাতা সংশোধন করে নেওয়ার পূর্বেই সে পাকড়াও হয়ে যায় এবং আল্লাহর পথে ফিরে আসার পূর্বে তার মৃত্যু এসে যায়। ফলে মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তে শয়তান বিজয় লাভ করে এবং বিপর্যস্ত অবস্থায় তার শেষ বিদায় ঘটে। এমন মন্দ পরিণতি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

প্রিয় ভাই, তোমাকে এমন কিছু লোকের ঘটনা শোনাচ্ছি, দৃষ্টি যাদের ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

অবৈধ দৃষ্টিপাতই এ মন্দ পরিণতির কারণ

বর্ণিত আছে, মিশরে এক যুবক ছিল। যে সব সময় মসজিদে পড়ে থাকত এবং সালাত আদায় করত। সে মসজিদে আজানও দিত। তার চেহারায় আনুগত্যের ছাপ ও ইবাদতের জ্যোতি জ্বলজ্বল করত। একদিন সে আজান দেওয়ার জন্য মিনারে উঠল। মিনারের নিচেই ছিল এক খ্রিষ্টানের বাড়ি। সে ওই বাড়ির দিকে দৃষ্টি দিল এবং বাড়ির মালিকের সুন্দরী মেয়েকে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। ফলে সে আজান না দিয়ে নিচে নেমে এল এবং সে বাড়িতে প্রবেশ করল। মেয়েটি বলল, 'তুমি কী চাও?' সে বলল, 'আমি তোমাকে চাই।' মেয়েটি বলল, 'আমাকে কীজন্য চাও?' সে বলল, 'আমি তোমাকে বিয়ে করব।' মেয়েটি বলল, 'তুমি মুসলিম আর আমি খ্রিষ্টান। তাই আমার পিতা কখনোই তোমার সাথে বিয়ে দেবেন না।' সে বলল, 'তবে কি আমি খ্রিষ্টান হয়ে যাব?' মেয়েটি বলল, 'যদি এমনটি করতে চাও, তবে করে ফেলো।'

অতঃপর যুবকটি তাকে বিয়ে করার জন্য খ্রিষ্টান হয়ে গেল এবং তাদের সাথেই সে বাড়িতে থেকে গেল।

সেদিন যুবকটি মেয়েটির বাড়ির ছাদে উঠল। আর তখনই সেখান থেকে পড়ে সে মারা গেল। সে মেয়েটিকে নিয়ে কোনো আনন্দ-উপভোগ করার তো সুযোগই পেল না, উল্টো নিজের দ্বীন হারিয়ে চিরস্থায়ী শাস্তির উপযুক্ত হয়ে গেল।[১১৮]

দেখো, একটিমাত্র হারাম দৃষ্টি যুবকটিকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দ্বীন ত্যাগ করে খ্রিষ্টান বানিয়ে দিল।

تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها *** من الحرام ويبقى الإثم والعار

تبقى عواقب سوء في مغبتها *** لا خير في لذة من بعدها النار

'হারামের স্বাদ একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার গুনাহ ও লজ্জা বাকি রয়ে যায়। ভবিষ্যতে তার মন্দ পরিণতিও জমা থেকে যায়। তাই তো বলি, সেই স্বাদে কী লাভ, যার পরে জাহান্নামের আজাব ভোগ করতে হবে?'

আব্দাহ বিন আব্দুর রহিম বলেন, আমরা রোমানদের বিরুদ্ধে একটি অভিযানে বের হলাম। আমাদের সাথে একটি যুবকও ছিল, যে ছিল আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি কুরআন পাঠকারী, সবচেয়ে বড় ফকিহ ও উত্তরাধিকার-সম্পর্কিত জ্ঞানের অধিকারী। সে দিনে সাওম পালন করত এবং রাতে সালাত আদায় করত। আমরা একটি দুর্গ অতিক্রম করছিলাম, এমন সময় সে বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে পড়ল এবং দুর্গের নিকট চলে গেল। আমরা ভেবেছিলাম, সে প্রস্রাব করবে। কিন্তু আসলে সে একটি খ্রিষ্টান মেয়ের প্রতি তাকিয়ে তার প্রেমে পড়ে গেল। মেয়েটিও তাকে দুর্গের পশ্চাৎ থেকে দেখছিল। সে মেয়েটিকে রোমান ভাষায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমাকে পাওয়ার উপায় কী?' সে বলল, 'তুমি খ্রিষ্টান হয়ে গেলে তোমার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং আমি তোমার হয়ে যাব।' ফলে সে খ্রিষ্টান হয়ে গেল এবং দুর্গে প্রবেশ করল।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমরা খুব মনঃকষ্ট নিয়ে অভিযান সম্পন্ন করলাম। তার ধর্মত্যাগের কারণে আমাদের প্রত্যেকে নিজের আপন ছেলে ধর্মত্যাগী হয়ে যাওয়ার মতো কষ্ট পেল।

---

১১৮. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৯৮

এরপর আমরা অন্য একটি অভিযানে যাওয়ার সময় পুনরায় সেই দুর্গের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন দুর্গের ওপরে খ্রিষ্টানদের সাথে আমাদের সেই ভাইটিকেও দেখতে পেলাম। আমরা বললাম, 'হে অমুক, তোমার কুরআন তিলাওয়াতের কী হলো? আর তোমার আমলেরই বা কী অবস্থা? তোমার সালাত ও সাওম কোথায় হারিয়ে গেল?' সে বলল, 'আমি পূর্ণ কুরআন ভুলে গেছি। তবে শুধু এই একটি আয়াত মনে আছে—

رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ * ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

"কোনো সময় কাফিররা আকাঙ্খা করবে যে, কী চমৎকার হতো, যদি তারা মুসলিম হতো। আপনি ছেড়ে দিন তাদের, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক। আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের ব্যাপৃত করে রেখেছে। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে।"[১১৯]

মানসুর বিন আম্মার বলেন, 'আমি হজ সম্পন্ন করে ফেরার পথে কুফা নগরীর একটি গলিতে যাত্রাবিরতি দিলাম। অতঃপর অন্ধকার রাতে বাইরে বের হলাম এবং গভীর রাতে এক লোকের চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সে চিৎকার করে বলছিল, "হে আমার প্রভু, আপনার ইজ্জত ও সম্মানের কসম, আমি নিজের অবাধ্যতার মাধ্যমে আপনার বিরোধিতার ইচ্ছা করিনি। আমি যখন আপনার অবাধ্যতা করেছি, তখন আপনার শাস্তির ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম না। কিন্তু যখন গুনাহ আমার সামনে উপস্থিত হলো, তখন আমার দুর্ভাগ্য আমাকে পাপকাজে জড়িয়ে পড়তে সহায়তা করেছে এবং আপনার আমাকে সুযোগ দেওয়া ও আমার গুনাহসমূহ গোপন রাখা আমাকে প্রবঞ্চিত করেছে। আমি আমার চেষ্টার মাধ্যমে আপনার অবাধ্যতা করেছি এবং অজ্ঞতার কারণে আপনার বিরোধিতা করেছি। আর আমার বিপক্ষে আপনার কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে। এখন আপনার আজাব থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? আপনার ও আমার মাঝের যে বন্ধন ছিঁড়ে গেছে, সেটি কে সংযুক্ত করবে? হায় আমার যৌবন! হায় আমার যৌবন!"'

---

১১৯. সুরা আল-হিজর : ২-৩ (কিতাবুত তাওয়াবিন : ২৮৯)

মানসুর রহ. বলেন, 'যখন সে তার কথা বন্ধ করল, তখন আমি আল্লাহর কিতাবের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলাম—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তা-ই করেন।"[১২০]

তখন আমি প্রচণ্ড একটি চিৎকার শুনলাম। তারপর আর কোনো সাড়া পেলাম না। তাই আমি সেখান থেকে চলে এলাম। পরদিন আমি সে স্থানটিতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে একটি জানাজা রাখা হয়েছে। সেখানে অনেক বয়স্ক একজন বৃদ্ধাকে দেখলাম, যে আমাকে চিনত না। আমি তাকে মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "গত রাতে আমার ছেলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক লোক আল্লাহ তাআলার কালাম থেকে একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছে, আমার ছেলে সেই আয়াতটি শুনলে তা তার হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেয়। অবশেষে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আল্লাহ তাআলা সেই লোকটিকে যথাযথ প্রতিদান দান করুন।"'[১২১]

আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভের গভীর আগ্রহ বান্দার মূলধন। এই মূলধনই বান্দার সকল বিষয়ের ভিত্তি এবং এটাই বান্দাকে পবিত্র জীবন দান করে। এতেই রয়েছে তার সফলতা, কল্যাণ ও প্রশান্তি। এ জন্যই বান্দাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্যই সকল নবি-রাসুলকে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সকল কিতাব নাজিল করা হয়েছে।[১২২]

---

১২০. সুরা আত-তাহরিম : ৬

১২১. কিতাবুত তাওয়াবিন : ২৮৯

১২২. রওজাতুল মুহিব্বিন : ৪০৫

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির প্রেমে পড়ল। ধীরে ধীরে সেই লোকটির হৃদয়ে তার ভালোবাসার যন্ত্রণা বাড়তে থাকল এবং তার ভালোবাসা হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিল। এমনকি তার প্রেমের যন্ত্রণায় সে কাতর হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। কিন্তু সে যার প্রেমে পড়েছে, সে একে এড়িয়ে চলে এবং তাকে খুব ঘৃণা করে। মধ্যস্থতাকারীরা এ প্রসঙ্গটি নিয়ে দুজনের কাছে প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া করতে লাগল। একপর্যায়ে লোকটি তাকে দেখতে যাওয়ার ওয়াদা দিল। লোকেরা এই খবর যখন তাকে জানাল, তখন সে খুব খুশি হলো এবং তার চিন্তা-পেরেশানি দূর হয়ে গেল। এরপর থেকে সে প্রতীক্ষিত দিনটির অপেক্ষা করতে লাগল, যেদিন তার প্রেমাস্পদ তাকে দেখতে আসার ওয়াদা দিয়েছিল। ইত্যবসরে একজন মধ্যস্থতাকারী এসে বলল, 'সে আমার সাথে রাস্তায় দেখা করেছে এবং ফিরে গেছে। আমি তাকে এখানে আসার ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দিলে সে বলল, "ওই লোক স্পষ্টভাবে আমার ব্যাপারে আলোচনা করেছে। আর আমি সন্দেহের জায়গায় প্রবেশ করতে পারব না এবং নিজেকে অপবাদের দিকে ঠেলে দিতে পারব না।" আমি তাকে পুনর্বার অনুরোধ করলে সে অস্বীকার করল এবং চলে গেল।'

এ কথা শুনে লোকটি নৈরাশ্যের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। ফলে সে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগল। এতে তার মনঃকষ্ট পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণে বৃদ্ধি পেল। এমনকি একসময় তার মৃত্যুর লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করল। সেই অবস্থায়ও সে বলতে লাগল :

يَا سَلْمُ يَا رَاحَةَ الْعَلِيلِ *** وَيَا شِفَا الْمُدْنَفِ النَّحِيلِ

رِضَاكِ أَشْهَى إِلَى فُؤَادِي *** مِنْ رَحْمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيلِ

'হে রোগাক্রান্তের প্রশান্তি, হে মৃত্যুপথযাত্রী পীড়িতের আরোগ্য, তোমার সন্তুষ্টির চাহিদা আমার অন্তরে মহামহিম সৃষ্টিকর্তার করুণার চেয়েও বেশি।'

বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বললাম, 'হে অমুক, আল্লাহকে ভয় করো।' সে বলল, 'তিনি একসময় ছিলেন। এখন নেই।' তখন আমি তার নিকট থেকে উঠে গেলাম। আমি তার ঘরের দরজা অতিক্রম করার পূর্বেই তার

মৃত্যুর চিৎকার শুনতে পেলাম। আল্লাহ আমাদের এমন মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করুন।[১২৩]

প্রিয় ভাই, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

‘আর হে নবি, যারা ইমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, আপনি তাদের এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোনো ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল সে ফলই, যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদের একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিণী রমণীকুল থাকবে। আর তারা সেথায় অবস্থান করবে অনন্তকাল।’[১২৪]

এবার চিন্তা করে দেখো, যিনি সুসংবাদ দিয়েছেন তিনি কত মহান সত্তা! তাঁর মর্যাদা কত অসীম! কথায় তিনি কতই না সত্যবাদী! আর যাঁর মাধ্যমে তিনি তোমাকে এই সুসংবাদ পাঠিয়েছেন, তিনিও কত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি! একটু সেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করো, যার ব্যাপারে তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং তোমাকে যার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে—সে জিনিসটি অর্জন করা কতই না সহজ!

আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে শরীর, প্রবৃত্তি ও কলবের নিয়ামতকে একত্র করেছেন। শরীরের নিয়ামত হলো জান্নাত ও জান্নাতে অবস্থিত নহর, ফলমূল ইত্যাদি। প্রবৃত্তির নিয়ামত হলো পবিত্র স্ত্রীগণ। কলবের নিয়ামত হলো জান্নাতের সকল নিয়ামতসমূহ চিরস্থায়ী হওয়া এবং কখনো তা বিলুপ্ত না হওয়া।

---

১২৩. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৯৯

১২৪. সুরা আল-বাকারা : ২৫

পবিত্র স্ত্রীগণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হায়িজ-নিফাস, পেশাব-পায়খানা, কফ ও নাকের শ্লেষ্মা থেকে মুক্ত এবং সব ধরনের নাপাকি থেকে পবিত্র স্ত্রীগণ। এ সকল নারী স্বামীদের কষ্ট দেওয়া থেকেও মুক্ত, যা দুনিয়ার স্ত্রীরা দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও তারা মনের দিক থেকেও পবিত্র, মন্দ চরিত্র ও নিন্দনীয় গুণাবলি থেকে মুক্ত। তাদের জবান অশ্লীল বাক্যালাপ থেকে, দৃষ্টি স্বামী ব্যতীত অন্য কারও দিকে তাকানো থেকে এবং কাপড়-চোপড় ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ. আবু কাতাদা রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার এ আয়াত সম্পর্কে বলেন :

لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ قَالَ: مِنَ الْحَيْضِ وَالْغَائِطِ وَالنُّخَامَةِ، وَالْبُزَاقِ

'"তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পবিত্র রমণীগণ।" অর্থাৎ তারা হায়িজ পেশাব-পায়খানা, কফ ও শ্লেষ্মা থেকে মুক্ত।'[১২৫]

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

'আর দিনের দুপ্রান্তেই সালাত ঠিক রাখবে এবং রাতের প্রান্তভাগে। নিশ্চয়ই পুণ্য কাজ পাপ দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি মহা স্মারক।'[১২৬]

ছুটে আসো আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, এক লোক এক মহিলাকে চুম্বন করল। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে তা জানাল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াত নাজিল হওয়ার আগ পর্যন্ত চুপ রইলেন। এরপর সেই লোকটিকে ডেকে আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'আয়াতটি কি

১২৫. সিফাতুল জান্নাহ লি আবি নুআইম : ৩৬৩
১২৬. সুরা হুদ : ১১৪

তার জন্যই বিশেষভাবে নাজিল হয়েছে?' তিনি বললেন, 'না, বরং সকলের জন্যই।' আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে[১২৭] যে উপদেশ দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের গুণ এমনই বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (١٣٦)

'তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও, যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন, যা তৈরি করা হয়েছে পরহেজগারদের জন্য। যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের ওপর জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে তাই করতে থাকে না। তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ, যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতই না চমৎকার প্রতিদান।'[১২৮]

---

১২৭. উপদেশটি হলো : তুমি যেখানেই থাকো, আল্লাহ তাআলাকে ভয় কোরো এবং মন্দের পর ভালো (আমল) কোরো, তবে তা মন্দটিকে মিটিয়ে দেবে। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কোরো। (সুনানুত তিরমিজি)

১২৮. সুরা আলি ইমরান : ১৩৩-১৩৬

এই আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকিদের গুণ বর্ণনা করেছেন, তারা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে দান করে, নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। আল্লাহ তাআলা তাদের মুক্ত হস্তে দান করা এবং মানুষের পক্ষ থেকে কষ্ট পেয়ে ক্রোধ সংবরণের বিষয়টিকে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

আর এটিই হচ্ছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুআজ রা.-কে করা উত্তম চরিত্রের উপদেশের উদ্দেশ্য।[১২৯]

এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের এই গুণে গুণান্বিত করেন—

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

'তারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোনো মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের প্রতি জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

অর্থাৎ তারা গুনাহে অটল থাকে না। এর দ্বারা বোঝা যায়, অনেক সময় মুত্তাকিদের থেকে কবিরা গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, আয়াতে এগুলোকেই অশ্লীল কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কখনো সগিরা গুনাহও সংঘটিত হয়, আয়াতে এগুলো নিজের প্রতি জুলুম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তারা বারবার গুনাহ করে না এবং গুনাহের ওপর অবিচলও থাকে না। বরং সাথে সাথেই তারা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ফিরে আসে। আল্লাহ তাআলার কথা, 'তারা আল্লাহকে স্মরণ করে।' এর মর্ম হলো, তারা আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব, ক্ষমতা ও প্রতিশোধ নেওয়ার সক্ষমতার কথা স্মরণ করে। এবং গুনাহের কারণে যেসব শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তার কথা মনে করে। আর এটিই তাদের তৎক্ষণাৎ ফিরে আসতে বাধ্য করে। তাই তারা ক্ষমা চেয়ে নেয় এবং পুনরায় গুনাহে ফিরে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

---

১২৯. পেছনে টীকায় যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছিল মুআজ রা.-কে করা উপদেশ।

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ

'যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।'[১৩০]

সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ

'বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে বলে, "হে আমার রব, আমি গুনাহ করেছি, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।" তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার বান্দা গুনাহ করেছে। অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন—যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন।" অতঃপর যখন বান্দা পুনর্বার গুনাহ করে বলে, "হে আমার রব, আমি গুনাহ করেছি, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।" তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার বান্দা গুনাহ করেছে। অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন—যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন।" অতঃপর যখন বান্দা তৃতীয়বার গুনাহ করে বলে, "হে আমার রব, আমি গুনাহ

---

১৩০. সুরা আল-আরাফ : ২০১

করেছি, তাই আমাকে ক্ষমা করে দিন।" তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার বান্দা গুনাহ করেছে। অতঃপর সে জেনেছে যে, তার একজন রব আছেন—যিনি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং গুনাহের কারণে পাকড়াও করেন। সুতরাং এখন তুমি যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"'[১৩১]

অর্থাৎ মুত্তাকিদের গুণ হলো, যতবারই তারা গুনাহ করে, ততবারই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।[১৩২]

প্রিয় ভাই আমার, তোমার দৃষ্টিকে কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ উপলব্ধি করাও এবং দৃষ্টিকে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির নৈপুণ্যে বিচরণ করাও। যাতে তা তোমার দাঁড়িপাল্লায় নেকি বাড়িয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয় তোমার জন্য হারাম করেছেন, সেসব থেকে দৃষ্টিকে সংযত রাখো। এতে তোমার হৃদয় প্রশান্ত থাকবে এবং এর বিনিময়ে তোমাকে প্রতিদান দেওয়া হবে, যার মিষ্টতা তুমি হৃদয়ে অনুভব করতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা আমাকে ও তোমাকে সেই সব লোকের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা পদস্খলিত হলে দ্রুত তাওবা করে নেয়; গুনাহ করলে দ্রুত ক্ষমা চেয়ে ফিরে আসে। আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আমাদের পিতামাতাসহ সকল মুসলিমদের ক্ষমা করুন। আমিন।

---

১৩১. সহিহুল বুখারি : ৭৫০৭, সহিহু মুসলিম : ২৭৫৮ (ইবারত মুসলিমের)
১৩২. জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম : ১৬৩

প্রকাশকের কথা...

বর্তমানে জিনা-ব্যভিচারের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। ধর্ষণের পর খুনের ঘটনা তো এখন প্রতিদিনের সাধারণ খবর। এই যে জিনা-ব্যভিচার, ধর্ষণের পর খুনের ঘটনা—এসব অপরাধের মূল সূত্রপাত কিন্তু দৃষ্টির অবৈধ ব্যবহার থেকে; চাই তা বাস্তবে সরাসরি দৃষ্টিপাত হোক বা কোনো চিত্র কিংবা পর্দায় দৃষ্টিপাত হোক। কুদৃষ্টির ফলেই মানুষের মধ্যে কামনা-বাসনার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে—যার পরিণতিতে ঘটে নানা অন্যায়-অপরাধ। নিঃসন্দেহে দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তির; যে নিজের দৃষ্টিকে অবনত রাখে না, সে শয়তানের প্ররোচনায় সহজে পতিত হয়। পক্ষান্তরে যে নিজের দৃষ্টিকে অবনত রাখে, সে অনেক গুনাহ থেকে সহজে বেঁচে থাকতে পারে; শয়তান তাকে কাবু করতে পারে না।

বলা বাহুল্য, ডিশ-ইন্টারনেটের সহজলভ্য এ সময়ে মানুষ অহর্নিশ দৃষ্টির খিয়ানত করছে। প্রিয় পাঠক, আমরা যেন কুদৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব এবং এর ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ পরিণতির ব্যাপারে ধারণা লাভ করে সর্তক হতে পারি; দৃষ্টিকে অবনত রেখে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারি—এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রুহামা পাবলিকেশন প্রকাশ করেছে শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের (سهم إبليس وقوسه) গ্রন্থের সরল অনুবাদ 'দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তির'। ইনশাআল্লাহ, গ্রন্থটি সবার জন্য উপকারী হবে।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

লেখক পরিচিতি

ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম। আরববিশ্বের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক ও দায়ি। জন্মগ্রহণ করেছেন সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের উত্তরে অবস্থিত 'বীর' নগরীতে—বিখ্যাত আসিম বংশের কাসিম গোত্রে। তাঁর দাদা শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-আসিমি আন-নাজদি রহ. ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের প্রখ্যাত ফকিহ। তাঁর পিতা শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান রহ.ও ছিলেন আরবের যশস্বী আলিম ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম জন্মসূত্রেই পেয়েছিলেন প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ প্রতিভা আর ইলম অর্জনের অদম্য স্পৃহা। পরিবারের ইলমি পরিবেশে নিখুঁত তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠেছেন খ্যাতনামা এই লেখক। আনুষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষ করে আত্মনিয়োগ করেন লেখালেখিতে—গড়ে তোলেন 'দারুল কাসিম লিন নাশরি ওয়াত তাওজি' নামের এক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচারবিমুখ এই শাইখ একে একে উম্মাহকে উপহার দেন সত্তরটিরও অধিক অমূল্য গ্রন্থ। আত্মশুদ্ধিবিষয়ক তেইশটি মূল্যবান বইয়ের সম্মিলনে পাঁচ ভলিউমে প্রকাশিত তাঁর 'আইনা নাহনু মিন হা-উলায়ি' নামের সিরিজটি পড়ে উপকৃত হয়েছে লাখো মানুষ। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই সিরিজের অনেকগুলো বই। 'আজ-জামানুল কাদিম' নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত গল্প-সংকলনটিও আরববিশ্বে বেশ জনপ্রিয়। সাধারণ মানুষের জন্য তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় ছয় খণ্ডে রচনা করেছেন রিয়াজুস সালিহিনের চমৎকার একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এ ছাড়াও তাঁর কুরআন শরিফের শেষ পারার তাফসিরটিও বেশ সমাদৃত হয়েছে। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

সুন্দরীর দর্শন হৃদয়ের ক্লান্তি। অধিক দৃষ্টি সময়ের অপচয় এবং পরিতাপের দীর্ঘায়ন। হে শান্তিকামী, হে মুক্তি-প্রত্যাশী, তোমার দৃষ্টি সংযত রাখো; হারাম ও অবৈধ ক্ষেত্র থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে নাও। দৃষ্টিপাতের ব্যাপারটিকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। কেননা, বড় বড় বিপর্যয়ের সূচনা এখান থেকেই হয়। যেমন বিশাল অগ্নিকাণ্ডের সূচনা ঘটে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে। নিশ্চয় অপরাধের ক্রমপর্যায় হলো, প্রথমে দৃষ্টিপাত, তারপর কল্পনা, তারপর পদক্ষেপ, তারপর অপরাধ।